পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 64 Tuesday, 3 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা ✱ ২০ মাঘ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লিতে গিয়ে যখন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পাল্টা মমতার তুলোধনা করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাও আবার এসআইআর নিয়ে। শুভেন্দুর সাফ কথা, এসআইআরের আতঙ্কের নামই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের যে সমস্ত কর্মীরা নির্বাচন কমিশনের হয়ে কাজ করছেন তাঁদের একাংশকে চালনা করছে তৃণমূল, আইপ্যাক। তাঁদের দ্বারাই যত গড়মিল করা হচ্ছে। অবিলম্বে তাঁদের সাসপেন্ড করে এফআইআর করার দাবি তুললেন তিনি। এদিকে এদিনই আবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করছেন মমতা। অন্যদিকে এদিনই বাংলায় রাজ্যজুড়ে এসআইআর নিয়ে পাল্টা কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। তার মাঝেই সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা গেল শুভেন্দু অধিকারীকে। সেখানেই তোপের পর তোপ দাগলেন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে। শুভেন্দুর স্পষ্ট কথা, ''প্রথমদিন থেকে লাগাতার ভয় দেখানো হচ্ছে, আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। সমস্ত লোকের নামের বানান ভুল, পদবির বানান ভুল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করেছে। বিএলও, ইআরও, এইআরও-দের একাংশ দিয়ে, আইপ্যাককে বসিয়ে নাম ও পদবির বানান ভুল করে লক্ষ লক্ষ লোককে শুনানিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয়রানি করা হয়েছে।'' এরপরই সরাসরি মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে তাঁর প্রশাসন এটা করেছে। তৃণমূল ও আই প্যাকের নির্দেশে যে সব বিএলও, ইআরও, এইআরওরা এই কাজ করেছেন তাঁদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করে এফআইআর করতে হবে। একইসঙ্গে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসককে অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে। আমাদের কাছে এদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে।''

ক্ষোভে ফুঁসছেন রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ৪০ বছরে কলকাতা মেট্রোয় মাত্র ২৭ কিলোমিটার পথ জুড়েছিল। কিন্তু মোদি সরকারের আমলে ১১ বছরেই ৪৫ কিলোমিটার পথ মেট্রোর সঙ্গে জুড়েছে। মেট্রো প্রকল্পে আরও গতি আসতো কিন্তু রাজ্যের অসহযোগিতায় তা থমকে যাচ্ছে। কলকাতা মেট্রোয় কাজ আটকে থাকা নিয়ে এভাবেই সাংবাদিক বৈঠকে সরব হলেন রেলমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও চিংড়িঘাটায় কাজে বাধা রাজ্যের। না হলে এই প্রকল্পের কাজ আরও গতিতে হতে পারতো। চিংড়িঘাটা একটা বাইপাস রোড করে দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টের অর্ডারও রয়েছে, কিন্তু দেড় বছরের বেশি সময় ধরে ওখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে কাজের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে এবারের বাজেটে কলকাতা মেট্রোর জন্য ২১০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ হয়েছে। কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫২৯ কোটি। দমদম বিমান বন্দর থেকে রাজহারহাট হয়ে গড়িয়া পর্যন্ত যে মেট্রো প্রকল্প রয়েছে তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭০৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে জোকা বিবাদী বাগ ভায়া মাঝেরহাট মেট্রোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯০৬ কোটি টাকা। একদিকে জোকা অন্যদিকে নিউ গড়িয়া, নোয়াপাড়া-সহ গোটা কলকাতাকে জুড়ে দেওয়ার জন্য একাধিক মেট্রো প্রকল্পের কাজ চলছে। কাজও চলছে পুরোদমে। কিন্তু বারবারই সমস্যা দাঁড়াচ্ছে জমি জট নিয়েই। রেল মন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার চিঠি গেলেও জট কাটেনি। চিংড়িঘাটায় মাত্র ৩১১ মিটার অংশে কাজ বাকি। মেট্রোর তরফে টাকা দিয়ে সার্ভিস রোড তৈরি করে দেওয়া হলেও জট কাটছে না, কলকাতা পুলিশের তরফে কাজের অনুমতি মিলছে না বলে অভিযোগ। এবার এ নিয়ে খোদ রেলমন্ত্রী মুখ খুললেন।

'মিথ্যেবাদী নির্বাচন কমিশন'

জ্ঞানেশের সঙ্গে বৈঠক 'বয়কট' করে বললেন মমতা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ এসআইআর ঘিরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জানাতে দিল্লি গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রস্তাবিত সেই বৈঠক হয়েও হল না। এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। জানালেন, ''এরকম মিথ্যাবাদী কমিশন আমি কখনও দেখিনি। বহুদিন রাজনীতি করেছি, এরকম ঔদ্ধত্য আগে দেখিনি আমি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে কমিশন।'' জীবিত হয়েও নির্বাচন কমিশনের নথিতে 'মৃত' বলে চিহ্নিত ৫০ জন ভোটারকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছে শাসকদল। পাশাপাশি, এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে পরিবারের কোনও না কোনও সদস্যের মৃত্যু হয়েছে- এমন অভিযোগ থাকা আরও ৫০ জনকেও দিল্লিতে আনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। এই ইস্যুতেই সোমবার নির্বাচন কমিশনের দফতরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এসআইআর-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বলে দাবি করা কয়েক জন ভোটার ও পরিবারের সদস্যদের কমিশনের সামনে হাজির করানো হয়। সোমবার নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ আরও দুই নির্বাচন কমিশনার। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে রাজ্যে অনিয়ম, হয়রানি এবং মানবিক বিপর্যয়ের অভিযোগ তুলে ধরে কমিশনের কাছ থেকে সরাসরি ব্যাখ্যা ও পদক্ষেপ দাবি করে তৃণমূল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠকে তাঁরা যোগ দেননি। মমতার অভিযোগ, বৈঠকের আগেই তাঁদের অসম্মান ও অপমান করা হয়েছে। নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের অসম্মান, অপমান করা হয়েছে।'' তাঁর অভিযোগ, কমিশনের বৈঠকে এমন একজনকে উপস্থিত করা হয়েছিল যিনি নির্বাচন কমিশনের কোনও আধিকারিক নন। মমতার প্রশ্ন, ''সীমা খন্না কে? উনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন। বিজেপির আইটি সেলের লোক।'' মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ এত বড় সংখ্যায় ভোটার বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও প্রশ্নই তোলা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। কমিশনের এই নীরবতা নিয়েই তাঁর যত আপত্তি। বৈঠকে 'এসআইআর-এ ভুক্তভোগী' ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের শুরুতেই তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেই ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার দাবি, ''যাঁরা হিন্দু-মুসলমান করেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন? এখানে দু'জন মুসলিম রয়েছেন। ক'জন হিন্দু?'' ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই মনে করছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বাছাই করার যে অভিযোগ উঠছে- তা-ই সামনে আনতে চেয়েছেন তিনি। কমিশনকে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে মমতা বলেন, ''নির্বাচনের মাত্র তিন মাস আগে কেন এসআইআর করা হল!'' একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, ''বিজেপি শাসিত অসমে কেন এই প্রক্রিয়া করা হল না?'' মমতার অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে রাজ্যে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই কাজ এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হয়েছে এবং তার নেপথ্যে রয়েছেন সীমা খন্না। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এত বড় সংখ্যায় ভোটার বাদ পড়ার পরেও নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যাখ্যা চাইছে না।'' এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে করে কটাক্ষের সুরে মমতা বলেন, ''আপনারা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। ওঁর বাবা-মায়ের জন্মের কুন্ডলী বার করতে বলুন।'' অতীতের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লালকৃষ্ণ আডবাণীর নাগরিকত্ব ও জন্মস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নও এক সময় উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই মমতার দাবি, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এদিনের বৈঠকের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বৈঠকের সময় কমিশনের নিজস্ব ক্যামেরাম্যানরা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বাইরের ক্যামেরাম্যানদের সেখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মমতা বলেন, ''আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করবেন তা তো হয় না। বহুদিন রাজনীতি করেছি, মন্ত্রীও ছিলাম। এরকম অহঙ্কারী নির্বাচন কমিশন কখনও দেখিনি।''

'বঙ্গভবনে ঢুকে ঘরে ঘরে সার্চ করছে, ভয় নেই আমি আছি, অভিষেক আছে'

শাহের পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ মমতার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ শীতের সকালে রাজধানীতে চড়ল রাজনীতির পারদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবিত হলেও নির্বাচন কমিশনের খাতায় 'মৃত' এমন ৫০ জন ভোটারকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল। এসআইআর-র কারণে পরিবারের কোনও সদস্যের মৃত্যু হয়েছে এমন পরিবারগুলির সদস্যরাও এসেছেন দিল্লিতে। বাংলা থেকে আসা সেই সাধারণ মানুষদের হেনস্থা করছে দিল্লি পুলিশ বলে অভিযোগ করেন মমতা। তাঁর দাবি, অতিসক্রিয়তা দেখিয়ে হেইলি রোডের বঙ্গভবন ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। তল্লাশি চালানো হচ্ছে সেখানে। তাতে আতঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা সাধারণ পরিবারের মানুষ। এই খবর পেয়েই এক কাপড়ে চাণক্যপুরীর বঙ্গভবন থেকে হেইলি রোডের বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা হন তৃণমূল সুপ্রিমো। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শাহের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''দিল্লিতে যখন বিস্ফোরণ হয়, তখন এত পুলিশ কোথায় থাকে? আমি দিল্লি এলেই এরা ঘাবড়ে যায়। চাইলে আমি লাখ লাখ লোক নিয়ে আসতাম- তা করিনি। নিয়মের বাইরে কিছু করছি না। যা করছি অনুমতি নিয়েই করছি।'' এখানেই শেষ নয়, তাঁর কথায়, ''আসল হচ্ছে মাথায় বসে থাকা ওই লোকটা। দিল্লি পুলিশ আমাদের রাজ্যের লোকদের উপরে অত্যাচার করছে। হুমকি দিচ্ছে। অমিত শাহ বাংলায় এলে লাল কার্পেট পেতে অভ্যর্থনা করা হয় আর আমরা দিল্লি এলেই ব্ল্যাক কার্পেট!'' নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দিল্লিতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রয়েছেন দিল্লির চাণক্যপুরী এলাকার বঙ্গভবনে। অন্যদিকে, হেইলি রোডের বঙ্গভবনে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া ৩০ পরিবারের সদস্যরা। এই ৩০ পরিবার এসআইআর-এর কারণে কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি খবর পেয়েছেন হেইলি রোডের ওই বঙ্গভবন ঘিরে ফেলেছে দিল্লি পুলিশ। ভিতরে ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছেন তারা। এই ঘটনার খবর পেয়েই অভিষেককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছন তিনি। সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''দিল্লি পুলিশ এ ভাবে বঙ্গভবনে তল্লাশি চালাতে পারেন না। দিল্লিতে জমিদারি চলছে, গরিব লোকের জন্য কোনও জায়গা নেই। অতিসক্রিয়তা দেখাচ্ছে পুলিশ। সবাই ভয় পাচ্ছে। সুরক্ষা নয়, বাঙালি পরিবারদের ভয় দেখাতে এসেছে পুলিশ। কমিশনের অত্যাচারে ১৫০ লোক মারা গিয়েছে বাংলায়। এসআইআর-এর নামে

অত্যাচার করছে ওখানে, এখানে ভয় দেখাচ্ছে। দিল্লি পুলিশ নয়, দিল্লি পুলিশের মাথাকেই দোষ দেব।'' এর পরেই দিল্লি পুলিশের কাছে আবেদন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''এমন কাজ করবেন না। দিল্লিতে বঙ্গভবনের বাইরে যে ভাবে বাড়াবাড়ি রকমের নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করছে দিল্লি পুলিশ, তাতে ভয় পাচ্ছেন ভিতরে থাকা সাধারণ আবাসিকরা।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আমরা বিক্ষোভ করতে আসিনি। আমাদের হয়রান করবেন না। আমাকে দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই। অনেক দূর দূর থেকে আমরা ওঁদের নিয়ে এসেছি। ওঁদের ভয় দেখানো যাবে না।'' এখানেই শেষ নয়, তিনি বলেন, ''এটা যেন ভেবে না নেওয়া হয় আমরা বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি নেব। আমাদের চ্যালেঞ্জ করবেন না। আমরা কিন্তু ডেঞ্জারাস হয়ে উঠতে পারি। আমাদের পেশী শক্তি দেখাবেন না। এ দেশে কেউ লড়াই না করলেও আমি লড়াই করব। ওরা এখানে এসেছে জানাতে কী ভাবে এসআইআর-এর জন্য তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। দিল্লির লোকেরা তো জানে না কী অত্যাচার হচ্ছে বাংলার মানুষের সঙ্গে।'' পরে বঙ্গভবনের ভিতরে সকলের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁরা সকলকে আশ্বস্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এসআইআর-এর নামে বাংলায় কী চলছে তা জানাতে বুধবার বিকেলে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন তিনি।

লোকসভায় বই-বিতর্ক! প্রাক্তন সেনাপ্রধানের লেখা পড়তে শুরু করায় রাহুল-রাজনাথ বিবাদ চরমে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার বাজেট অধিবেশনের মধ্যে লোকসভায় চরম উত্তেজনার ছবি দেখা গেল।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বক্তব্য শুরু করতেই পরিস্থিতি দ্রুত অশান্ত হয়ে ওঠে। অপ্রকাশিত একটি বইয়ের অংশ উদ্ধৃত করাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিতর্ক, যা মুহূর্তের মধ্যে সংসদের কার্যক্রমকে অচল করে দেয়। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধি প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ নারাভানের লেখা একটি বইয়ের অংশ উল্লেখ করেন। সেই সময়ই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানান। তাঁর দাবি, ওই বই এখনও প্রকাশিত হয়নি। সংসদের ভিতরে অপ্রকাশিত কোনও বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় না বলেই তিনি স্পষ্ট করে দেন। রাজনাথ সিং বলেন, বইটি প্রকাশিত হয়নি- এই বিষয়ে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। এর পরেই বিতর্কে যোগ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনিও প্রশ্ন তোলেন, যে বই এখনও প্রকাশ হয়নি, সেখান থেকে উদ্ধৃতি কীভাবে দেওয়া সম্ভব। সংসদের নিয়ম অনুযায়ী সংবাদপত্রের কাটিং, বই বা অন্য কোনও অননুমোদিত সূত্র উদ্ধৃত করা যায় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, রাহুল গান্ধির উচিত বইয়ের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সরকারি পক্ষের আপত্তিকে সমর্থন করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সংসদের নিয়ম ও রীতি উল্লেখ করে তিনি জানান, এমনকি কোনও বই প্রকাশিত হলেও, সংসদের কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলে তা উদ্ধৃত করা অনুচিত। তবে নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন রাহুল গান্ধি। তিনি দাবি করেন, 'দ্য ক্যারাভান' পত্রিকায় ওই বই থেকে প্রকাশিত অংশ সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। তাঁর কথায়, সেই অংশে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নামও রয়েছে। কংগ্রেস সাংসদরা স্পিকারকে অনুরোধ করেন, সরকার পরে উত্তর দিক, কিন্তু আগে রাহুলকে কথা বলতে দেওয়া হোক। কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপালও এই দাবি তোলেন। এদিকে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সংসদের বিধি উদ্ধৃত করে ফের আপত্তি জানান। স্পিকার বিড়লা আরও একবার স্পষ্ট করেন, বই প্রকাশিত হোক বা না হোক, সংসদের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনও বই উদ্ধৃত করা যাবে না। রাহুল গান্ধির বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়ান সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। তাঁর মতে, চিন সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সেই প্রসঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই সংসদে শোরগোল চরমে ওঠে। বিরোধীরা প্রতিবাদে সরব হন, আর সরকারি শিবির নিয়ম মানার দাবিতে অন্য থাকে। প্রায় ৪৫ মিনিটের অচলাবস্থার পর শেষ পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পরে স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন অমিত শাহ ও রাজনাথ সিং।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬

আজকের চাপ কমিয়ে আগামী দিনের ভিত গড়ার রূপরেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন

রবিবার ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় এই বাজেটকে মোদি সরকার আখ্যা দিয়েছে এক 'পলিসি ব্রিজ' হিসেবে। যে সেতু ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ভবিষ্যতের উন্নত অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই বাজেটে হঠাৎ কোনও বড় চমকের পথে না হেঁটে, আগের সফল নীতিগুলোর ধারাবাহিকতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ্য স্পষ্ট, স্থিতিশীলতা বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি।

।। আর্থিক শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ।।

বাজেট ২০২৬-এ সরকার আর্থিক শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপি-র ৪.৩ শতাংশ। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষের মধ্যে সরকারি ঋণ জিডিপি-র ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারতের অর্থনীতি আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। কর কাঠামোয় বড় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। বরং 'ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫' এনে কর আইনকে সহজ ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ করদাতা এবং ব্যবসায়ীরা নিয়ম বুঝতে গিয়ে অযথা সমস্যায় না পড়েন।

।। ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রেকর্ড বরাদ্দ ।।

এই বাজেটে সবচেয়ে বড় বরাদ্দ পেয়েছে পরিকাঠামো ক্ষেত্র। মোট ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হবে রেল, সড়ক, জলপথ ও লজিস্টিক্স উন্নয়নে। নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট

করিডর, ২০টি নতুন জলপথ এবং ৭টি হাই-স্পিড রেল করিডরের ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের ধারণা, এই বিনিয়োগ সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

।। উৎপাদন ও প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য ।।

সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনকে ভবিষ্যতের কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০-এর মাধ্যমে দেশীয় চিপ উৎপাদন ও গবেষণায় আরও জোর দেওয়া হবে। ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট উৎপাদনে বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৪০,০০০ কোটি টাকা। লক্ষ্য-ভারতকে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ করা।

।। এমএসএমই ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি ।।

এমএসএমই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে ২০০টি পুরনো শিল্প ক্লাস্টার পুনরুজ্জীবিত করা হবে। টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরের ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য 'কর্পোরেট মিত্রাস' ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনি ও প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষিতে সরকারের দৃষ্টি সরে এসেছে শুধু উৎপাদন থেকে আয়ের দিকে। উচ্চমূল্যের ফসল, রপ্তানিমুখী কৃষি এবং 'ন্যাশনাল ফাইবার স্কিম'-এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

।। ভবিষ্যতের নতুন উদ্যোগ ।।

বাজেটে কিছু সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনাও রয়েছে। 'বায়োফার্মা শক্তি' প্রকল্পে আগামী পাঁচ বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে, যাতে ভারত বায়োফার্মা ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এছাড়াও ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে 'রেয়ার আর্থ করিডরস' গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

।। সাধারণ মানুষের জন্য তাৎক্ষণিক স্বস্তি ।।

বিদেশে পড়াশোনা, চিকিৎসা বা ভ্রমণের ক্ষেত্রে টিসিএস ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। এতে মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক চাপ কমবে। ১৭টি অত্যাবশ্যক ওষুধে কাস্টমস ডিউটি মকুব করার ফলে চিকিৎসা ব্যয় কমার সম্ভাবনা রয়েছে। কর ব্যবস্থায় আস্থা বাড়াতে ছোটখাটো ভুলে শাস্তি কমানো, আইটিআর সংশোধনের সময়সীমা বাড়ানো-সহ একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাজেট ২০২৬ কোনও তাৎক্ষণিক সমাধানের বাজেট নয়। এটি ধীরে, পরিকল্পিতভাবে ভারতকে ভবিষ্যতের শক্তিশালী, প্রযুক্তিনির্ভর এবং কর্মসংস্থানমুখী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক সুসংগঠিত রূপরেখা। চাইলে বলাই যায়-এটা আজকের ভারত থেকে আগামীর ভারতের দিকে যাওয়ার অর্থনৈতিক সেতু।

শুভেন্দু-সহ বিরোধী দলের নেতাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্যেরই। হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিরোধী দলের নেতাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। হাইকোর্টের বক্তব্য, বিরোধী দলের কোনও নেতার ওপর যাতে হামলার ঘটনা না ঘটে, তার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যকেই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই পুরুলিয়ায় জনসভা সেরে ফেরার পথে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা রোডে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। শুভেন্দুর অভিযোগ, রাতে ফেরার সময়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী বাঁশ-লাঠি নিয়ে তাঁর কনভয়ের ওপর হামলা চালায়। গাড়ির কাচে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এই নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ঘটনাকে ঘিরে সাময়িকভাবে এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে, অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন শুভেন্দু। পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জায়গায় গিয়ে বিরোধী দলের নেতৃত্বকে আক্রান্ত হতে হয়েছে বাংলায়। সেক্ষেত্রে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে গিয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও।

মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ, শুভকামনা মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার শুরু হল মাধ্যমিক। এদিন সকালে পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় সোমবার তিনি লিখেছেন যে, সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য আন্তরিক শুভকামনা রইল। সকলের ভালো ও আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ হোক।এদিন পর্ষদের নিয়ম মেনে পড়ুয়াদের প্রবেশ করান হয় পরীক্ষাকেন্দ্রে। স্কুলের সামনে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।সকাল থেকে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে যান পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতা পুলিশ হেল্প লাইন চালু করেছে। ৯৪৩২৬-১০০৩৯ এই নম্বরে যোগাযোগ করলে পুলিশ তক্ষণা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।স্কুলগুলির সামনে পড়ুয়াদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির ছবি দেখা গিয়েছে প্রতিবারের মতোই। এ বার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৩০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৩ জন। এবং ছাত্রী ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬০৬ জন। একজন তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত পরীক্ষার্থীও আছে। মোট ২৬৮২টি স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ভিতরে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ক্যালকুলেটর, স্মার্ট ওয়াচ, ইয়ার প্লাগ ও কোনও রকম ব্লুটুথ নিয়ে যাতে প্রবেশ না করে তা সুনিশ্চিত করছে পুলিশ।

মালদায় শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক মহিলা। সোমবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মালদা জেলা স্কুলে। অসুস্থ সাগিরা খাতুনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। জানা গেছে, তিনি মালদার ইংরেজবাজারের কোতোয়ালি এলাকার বুধিয়ার বাসিন্দা। বাবার নামের বানানের ভুলের কারণে তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। তিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও রয়েছে। সকাল ৭টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে ওই মহিলার পরিবারের দাবি।

বিজেপি ও তৃণমূলের থেকে সমান দূরত্ব রাখার বার্তা হুমায়ুন কবীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,বারাসত, ২ফেব্রুয়ারি ঃ- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস-উভয় দলের থেকেই সমান দূরত্ব বজায় রাখার বার্তা দিলেন পদত্যাগী তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ও জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর। গত শনিবার সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক এলাকায় ধারাবাহিক ইনডোর জনসভা করে তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেন মুর্শিদাবাদের এই বিধায়ক।সভামঞ্চ থেকে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করেন হুমায়ুন কবীর। তিনি দাবি করেন, বিজেপির মধ্যেই মুসলমান বিরোধিতার মাত্রা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ‘ বেশি মুসলমান বিরোধী’ ও ‘ কম মুসলমান বিরোধী’ নেতাদের একটি তালিকার কথা উল্লেখ করেন, যা কার্যত বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের অন্দরে নতুন করে বিভেদের ইঙ্গিত দিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।তৃণমূল কংগ্রেস প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষা করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। সবকিছু সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়ার বার্তা দেন বলে জানান।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা সংবাদপত্রের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত রবিবার সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন। বাজেট পেশের সময় তিনি বলেন, বিকশিত ভারতের জন্য ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে গড়ে তুলতে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি ভারতের উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন করবে। আর্থিক ক্ষেত্রের স্থিরতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ এবং গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য এই কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। বর্তমানে ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের লাভের পরিমান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের ৯৮ শতাংশ অঞ্চল ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায় এসেছে।এবারের বাজেটে পাওয়ার ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পুনর্গঠন করা হবে। নন্যব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট রুলসের একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রস্তাবও রেখেছেন। এছাড়াও বাজেটে বড় বড় শহরগুলির জন্য বেশি অঙ্কের মিউনিসিপ্যাল বন্ডের বিষয়ে উৎসাহিত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বর্তমানে অমৃত প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র মাঝারি ও ছোট শহরগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহিত করার জন্য পারসন্স রেসিডেন্ট আউটসাইড ইন্ডিয়া বা বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ত্রিপুরা দেশের অন্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে নয়ঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দেশের অন্য কোনও রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। সোমবার এম এল প্লাজার উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাখনলাল সাহার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোমবার এম এল প্লাজায় এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, এটি মাখনলাল সাহার স্মরণে আয়োজিত রক্তদান শিবির।

শিবিরটির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন কর্পোরেটর রত্না দত্ত, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মাখনলাল সাহার জীবন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, রক্তদান শিবির অত্যন্ত মহ উদ্যোগ। এর থেকে ব। মানবিক কাজ আর কিছু হতে পারে না।মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে মোট ১৪টি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি। পূর্বে সম্পূর্ণ রক্ত দানের ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে রক্ত পৃথকীকরণের আধুনিক সুবিধা চালু হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় রাজ্যের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের কোনও রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোনও অংশেই কম নয়। তিনি রাজ্যবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন, জনসংখ্যার এক শতাংশ অর্থা প্রায় ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কে মজুত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

বাজেটে দিশাহীনতা ও নীতিগত দ্বন্দ্বের অভিযোগ, সরকারকে তীব্র আক্রমণ মনীশ তিওয়ারির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা সাম্প্রতিক বাজেটকে এক কথায় ‘ ফাঁপা’বলে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। সোমবার রাজধানীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই বাজেটে নতুনত্ব তো দূরের কথা, দেশের গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার কোনও স্পষ্ট দিশাও নেই। তাঁর অভিযোগ, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের নামমাত্র জিডিপি ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী, অথচ বাজেটে সেই বাস্তবতাকে স্বীকার করার প্রবণতাও সরকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।মনীশ তিওয়ারির বক্তব্য অনুযায়ী, গত বারো বছরে দেশের অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ধীরে ধীরে ভারতীয় উপকূল ছেড়ে সরে গেছে, বেসরকারি ক্ষেত্রের বিনিযোগে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের গতি আশানুরূপ নয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার মূলত সরকারি মূলধন ব্যয় বাড়িয়ে অর্থনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই সমাধান নয় বলেই তাঁর মত। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বেসরকারি বিনিয়োগ যদি না আসে, তাহলে

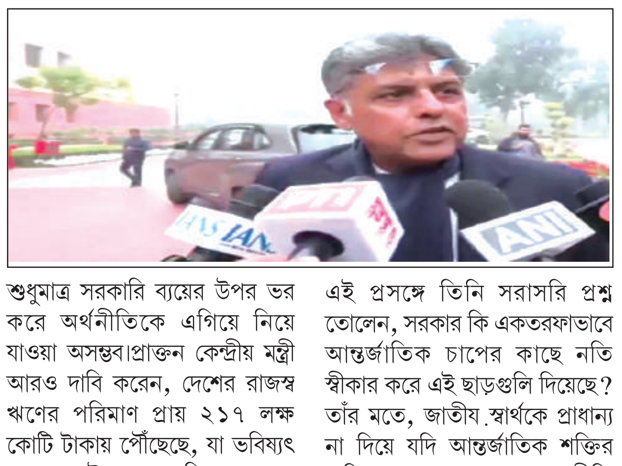

শুধুমাত্র সরকারি ব্যয়ের উপর ভর করে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও দাবি করেন, দেশের রাজস্ব ঋণের পরিমাণ প্রায় ২১৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর এক বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এই বিপুল ঋণের বাস্তবতাকে সামনে রেখে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এমন পরিস্থিতিতে বাজেটে আদৌ কী আছে? তাঁর কথায়, বাজেটের সংখ্যাগুলি যতই চমকপ্রদ শোনাক না কেন, বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানে সেগুলি কার্যকর নয়।মনীশ তিওয়ারি বাজেটের অর্থ আইনের দিকেও বিশেষভাবে নজর দিতে বলেন। তাঁর অভিযোগ, অর্থ আইনটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে একাধিক ছাড় ও সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা কাকতালীয়ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কিছু নির্দিষ্ট অনুরোধের সঙ্গে মিলে যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, সরকার কি একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এই ছাড়গুলি দিয়েছে? তাঁর মতে, জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি আন্তর্জাতিক শক্তির দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তা দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য উদ্বেগজনক।অর্থনীতি প্রসঙ্গের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ও কূটনীতির ক্ষেত্রেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন কংগ্রেস নেতা। আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের প্রশ্নে তিনি কড়া মন্তব্য করেন। মনীশ তিওয়ারির মতে, ভারতের কখনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হওয়া উচিত ছিল না। তাঁর ভাষায়, সন্ত্রাস এবং ক্রিকেট একসঙ্গে চলতে পারে না। খেলাধুলোকে সন্ত্রাস থেকে আলাদা করে দেখার যে যুক্তি দেওয়া হয়, তা নীতিগতভাবে সুসংগত নয় বলেই তিনি মনে করেন।তিনি আরও বলেন, গত সাড়ে চার দশক ধরে পাকিস্তানের মদতে যে সন্ত্রাসবাদ ভারতের উপর আঘাত হেনেছে, তাতে অসংখ্য মানুষ শহিদ হয়েছেন। সেই ত্যাগ ও আত্মবলিদানের স্মৃতিকে উপেক্ষা করে যদি ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তা শহিদদের স্মৃতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সামিল। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, জাতীয় নিরাপত্তা ও নৈতিক অবস্থানের প্রশ্নে কোনও আপস হওয়া উচিত নয়, তা সে ক্রীড়াক্ষেত্রই হোক বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।সব মিলিয়ে মনীশ তিওয়ারির বক্তব্যে বাজেট ও সরকারের সামগ্রিক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সুর ধরা পড়ে। অর্থনৈতিক দিশাহীনতা, ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা, বিদেশি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিগত দ্বন্দ্ব-এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রশ্নের ঝড় তোলেন। তাঁর মতে, শুধু পরিসংখ্যান আর আশ্বাস দিয়ে দেশের বাস্তব সমস্যাগুলি আড়াল করা যাবে না প্রয়োজন সুস্পষ্ট দৃষ্টি ও জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া নীতি।

পাকিস্তানের ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তকে তোপ শশাঙ্ক মণির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তানের ভারতের সঙ্গে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তকে তোপ দাগলেন শশাঙ্ক মণি। সোমবার বিজেপি সাংসদ শশাঙ্ক মণি বলেন, যখন একজন খেলোয়াড় বুঝতে পারে যে, সে জিততে পারবে না, তখন সে মাঠ থেকে পালিয়ে যায়। তারা মাঠ থেকে পালিয়ে গেছে। যদি আপনি কোনও চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে কোনও বৈষম্য ছাড়াই খেলা উচিত। আমরা অপারেশন সিঁদুর এবং অন্যান্য যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছি। আমরা এখানেও তাদের পরাজিত করতাম। তাই, তারা খেলছে না।বাজেটের সমালোচনা করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শশাঙ্ক বলেন, রাহুল গান্ধী নিজেই এটা বুঝতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের ২৫ বছরের লক্ষ্য দিয়েছেন বিকশিত ভারতের জন্য। আমরা এখন চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং শীঘ্রই আমরা তৃতীয় হব। তাদের সরকারের সময় আমরা ১১-তম বৃহত্তম অর্থনীতি ছিলাম। তাই, আমি মনে করি এটি একটি সুনির্দিষ্ট বাজেট, অনুপ্রেরণামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক।

বাজেটে ‘ বঞ্চনা’-র অভিযোগ তুলে রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট তৃণমূল সাংসদদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃবাজেটে এবার তেমন কিছু জোটেনি পশ্চিমবঙ্গের কপালে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় বাজেটে ‘ বঞ্চনা’-র অভিযোগ তুলে সোমবার রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট (কক্ষত্যাগ) করলেন তৃণমূল সাংসদেরা। সোমবার তৃণমূল সাংসদেরা কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখারও অভিযোগ তুলেছেন।এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, রাজ্যসভা থেকে আমরা ওয়াক আউট করেছি। কারণ বাজেটে এক বারের জন্যও পশ্চিমবঙ্গের নাম উচ্চারণ করা হয়নি। রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখা হয়েছে বলে মনে হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা সুকান্ত-শুভেন্দুর

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা ও শুভেন্দু অধিকারী।সুকান্তবাবু সোমবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, সমস্ত মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, আমার স্নেহের সকল মাধ্যমিকপরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। তোমাদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস তোমাদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিক। ভয় নয়, আত্মবিশ্বাস নিয়েই পরীক্ষা দাও, সাফল্য তোমাদের সঙ্গী হোক। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।প্রসঙ্গত, এসআইআর আবহে শুরু হল মাধ্যমিক ২০২৬। স্কুলে স্কুলে পড়ুয়া অভিভাবকদের ভিড়। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে বইয়ের পাশাপাশি মোবাইলও সমান ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে পড়ুয়াদের হাতে খবর সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

বিজেপির মতো প্রতারণা বাংলার সঙ্গে কেউ করেনিঃমন্ত্রী স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে বিজেপির মতো প্রতারণা বাংলার সঙ্গে আর কোনও রাজনৈতিক দল করেনি। মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের সভায় এসে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কীভাবে মানুষের সমস্যা বাড়ানো হচ্ছে, সেটা বৃহস্পতিবার তিনি উদাহরণ সহ তুলে ধরেন।মন্ত্রী বলেন, ২০০২ সালে শেষবার কমিশন এসআইআর করেছিল। তখন এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় লেগেছিল। এখন কমিশন মাত্র আড়াই মাসে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করতে চাইছে। ঠিক ভোটের আগে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশন জোর করে এসআইআর চাপিয়ে দিল। বাংলার ১কোটি ৬৮লক্ষ মানুষকে এখন শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে।গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের ডাহাপাড়ায় ছাউনির মোড়ে এসআইআরের বিরুদ্ধে ওই প্রতিবাদ সভা আয়োজন করেন তৃণমূল নেত্রী শাওনি সিংহ রায়। সেখানে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীর পাশাপাশি দলের ব্লক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। ওইদিন জনতা উন্নয়ন পার্টির ব্লক সভাপতি সাবিরুল ইসলাম মন্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন।স্নেহাশিসবাবু বলেন, এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে বিদায় দিতে হবে। বিজেপি বাংলাবিরোধী। বাংলার মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে। গত লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে বিজেপি বেশ কিছু আসন জিতেছে। কিন্তু অবাক করার বিষয়, ওরা জেতার পর বাংলায় ১০০দিনের কাজ বন্ধ করে দিল! এই ১০০দিনের কাজে আমরা তিনবার দেশে প্রথম হয়েছি। এই কাজ করে গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের সংসার চলত। সাড়ে তিনবছর আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ‘ বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদ বানিয়ে দিয়েছে। ওইদিনের সভায় মহিলাদের ভি। ছিল চোখে পড়ার মতো। এসআইআর নিয়ে মহিলারাই বেশি সমস্যায় পা।ছেন। বিয়ের পর পদবি পালটে যাওয়ায় লজিকাল ডিসক্রিপেন্সিতে তাঁরাই শুনানির ডাক বেশি পাচ্ছেন। তাই যেখানেই এসআইআরের প্রতিবাদে কর্মসূচি হচ্ছে, সেখানেই হাজার হাজার মহিলা যোগ দিচ্ছেন। শাওনিদেবী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কেন্দ্রের তরফে বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মহিলা, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, পরিযায়ী শ্রমিক-সবার উপর বিজেপি সরকার নির্যাতন চালাচ্ছে। ডাহাপাড়া ও মুকুন্দবাগের বহু বুথে কমিশন প্রচুর মানুষকে নোটিস পাঠাচ্ছে। তাঁদের শুনানিতে যেতে হচ্ছে। তাই এদিনের প্রতিবাদ সভায় এই দুই অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছে। বিজেপি কমিশনের সঙ্গে মিলে বাংলার ভোটারদের বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে। সেটা মানুষ বুঝে গিয়েছে।

বামপন্থী ও কংগ্রেস কেরলের জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বামপন্থী ও কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে কেরলের জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কয়েক দশক ধরে, এলডিএফ এবং ইউডিএফ উভযই তিরুবনন্তপুরমকে অবহেলা করে আসছে, শহরটিকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং অবকাঠামো থেকে বঞ্চিত করছে। বামপন্থী এবং কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে আমাদের জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তবে, আমাদের দল বিজেপি ইতিমধ্যেই একটি বিকশিত তিরুবনন্তপুরমের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, এখানে উপস্থিত বামপন্থী দলগুলি আমাকে অনুকূলভাবে নাও দেখতে পারে। তবে, আমাকে তথ্য উপস্থাপন করার অনুমতি দিন। ১৯৮৭ সালের আগে, গুজরাটে বিজেপি একটি প্রান্তিক দল ছিল। ১৯৮৭ সালে, প্রথমবারের মতো, বিজেপি আহমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে - অনেকটা তিরুবনন্তপুরমে দলের সাম্প্রতিক জয়ের মতো। তারপর থেকে, গুজরাটের জনগণ আমাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমরা কয়েক দশক ধরে তা করে চলেছি। আমাদের যাত্রা গুজরাটের একটি শহরে শুরু হয়েছিল, এবং একইভাবে, কেরলে, আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে একটি মাত্র শহর দিয়ে। আমি বিশ্বাস করি এটি প্রমাণ করে যে কেরলের জনগণ বিজেপির উপর নিজেকে আস্থা রাখতে শুরু করেছে, গুজরাট যেমন একসময় করেছিল ঠিক তেমনই আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে বলে মনে করা হয়েছে।

দিল্লিতে এখনও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে ঃমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি পুলিশের কঠোর সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, দিল্লিতে এখনও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে।সোমবার বঙ্গ ভবনে পৌঁছে মমতা বলেন, দেখুন দিল্লি পুলিশ কী করছে। আমরা তাদের সমালোচনা করব না, কারণ এটি তাদের দোষ নয়। পুলিশ ভর্তি করে একটি বাস এখানে আনা হয়েছে। আমাদের নির্বাচন কমিশনে একটি বৈঠক আছে। আমরা এখানে একটি অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্ট মেন্ট পাওয়ার পর এসেছি। ১৫০ জন মারা গেছে। অনেক পরিবারের সদস্য এখানে এসেছেন যাদের মৃত দেখানো হয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য এবং তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। যখন দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে, তখন দিল্লি পুলিশ কোথায় ছিল? আমরা যখন পৌঁছই, তখন দিল্লি ভয় পায়। আমরা চাইলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনতে পারতাম। আমরা ৫০ জনকে এখানে এনেছি যাদের এসআইআর-এ মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ কাউকে রক্ষা করতে পারে না। দিল্লিতে এখনও একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে।

মাঘী পূণিমাতে বাংসারিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

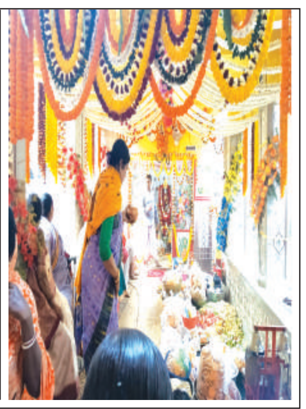

কে.কে.সাহা,জয়নগর(দঃ২৪ পরগনা),২ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার অধীন দক্ষিণ রারাশতে দাসপাড়ায় ‘মা নারয়নী মন্দির ’ প্রাঙ্গণে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব চলছে। এখানে ২দিন ধরে মায়ের প্রসাদ বিতরন অনুষ্ঠান চলছে। হরিনাম সংকীর্ত্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরকারী নিয়ম মেনেই চলছে, তবে উদ্যোক্তারা জানান যে আগামীদের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। ঐদিন বৈকালিক অনুষ্ঠান আংশিকভাবে হবে, তাই রাত্রীকালীন কোনো অনুষ্ঠান থাকছে না বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপি কথা বেশি বলে, কাজ করে কম, বাজেট নিয়ে মমতার প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপি কথা বেশি বলে, কাজ করে কম। বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় মমতা বলেন, তিনটি করিডোর সম্পর্কে তারা যা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নির্লজ্জ মিথ্যা। এটি ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াধীন এবং আমরা সেখানে কাজ শুরু করেছি।মমতা বলেন, পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল জঙ্গল সুন্দরী প্রকল্পে, এই অর্থনৈতিক করিডোরের জন্য, ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। তারা বাংলাকে এক পয়সাও দেয়নি। কেবল একটি কর আছে, জিএসটি। তারা আমাদের টাকা কেড়ে নিচ্ছে এবং বড় বড় কথা বলছে যে তারা আমাদের টাকা দিচ্ছে। এটা আমাদের টাকা। তাই, সরকার চালানোর এবং দেশকে এভাবে শেষ করার কোনও নৈতিক অধিকার তাদের নেই। তারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, এই দেশের সাংবিধানিক কাঠামো, স্বাধীন সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করতে চায়...তারা বেশি কথা বলে কিন্তু কাজ কম করে।

শেয়ার বাজারে শুরুতেই ওঠানামা, প্রায় অপরিবর্তিত সেনসেক্স ও নিফটি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন ঘরোয়া শেয়ার বাজারে তীব্র অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই লেনদেনে কিছুটা চাপ অনুভূত হয়। দুর্বলভাবে বাজার খোলার পর লগ্নিকারীদের শেয়ার কেনার আগ্রহ বাড়লে সেনসেক্স ও নিফটি দুই সূচকই ঘুরে দাঁড়িয়ে সবুজ সংকেতে পৌঁছায়। তবে সকাল ১০টার পর ফের বিক্রির চাপ তৈরি হওয়ায় সূচকগুলো নিম্নমুখী হতে শুরু করে। লেনদেনের প্রথম ঘণ্টা শেষে সেনসেক্স ০.১৪ শতাংশ এবং নিফটি ০.০১ শতাংশের সামান্য বৃদ্ধিতে অবস্থান করছিল।বাজার খোলার প্রথম ঘণ্টায় আদানি পোর্টস, এশিয়ান পেন্টস, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো, টিএমপিভি এবং টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসের মতো ব। শেয়ারগুলো ১.৭১ থেকে ২.৩৬ শতাংশ পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী ছিল। অন্যদিকে, শ্রীরাম ফিন্যান্স, ম্যাক্স হেলথকেয়ার, বাজাজ অটো, ওএনজিসি এবং সিপলার শেয়ারগুলোতে ১.৭৬ থেকে ৩.৪০ শতাংশ পর্যন্ত পতন লক্ষ্য করা গেছে।এদিন সকাল পর্যন্ত শেয়ার বাজারে মোট ২,৬৯৭টি শেয়ারে লেনদেন সচল ছিল। এর মধ্যে ৮৯৮টি শেয়ার লাভের মুখ দেখলেও ১,৭৯৯টি শেয়ার ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে লাল সংকেতে লেনদেন করছিল। সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ১৭টি শেয়ার ইতিবাচক অবস্থানে ছিল এবং ১৩টি শেয়ার বিক্রির চাপে নিম্নমুখী ছিল। একইভাবে নিফটির ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ২২টি সবুজ সংকেতে এবং ২৮টি লাল সংকেতে লেনদেন হতে দেখা গেছে।বিএসই সেনসেক্স এদিন ১৬৭.২৬ পয়েন্ট কমে ৮০,৫৫৫.৬৮ স্তরে খোলে। লেনদেন শুরুর পর লগ্নিকারীদের ক্রয়ের চাপে সকাল ১০টা নাগাদ এটি ৬৫৫ পয়েন্টের বেশি লাফিয়ে ৮১,২১১.৩১ স্তরে পৌঁছে যায়। কিন্তু এরপরই শুরু হয় মুনাফা হাতবদল বা প্রফিট বুকিং, যার ফলে সূচকটি পুনরায় নামতে শুরু করে। প্রথম ঘণ্টার টানাপো।নে শেষে সকাল ১০ঃ১৫ নাগাদ সেনসেক্স ১১৬.১০ পয়েন্ট বেড়ে ৮০,৮৩৯.০৪ স্তরে থিতু হয়।অন্যদিকে, এনএসই নিফটিও ২৮.৯৫ পয়েন্ট কমে ২৪,৭৯৬.৫০ স্তরে লেনদেন শুরু করে। বাজার খোলার পর কেনাবেচা বা।লে এটি প্রায় ১৫০ পয়েন্টের লাফ দিয়ে ২৪,৯৪২.৯৫ স্তরে পৌঁছে

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার মন সাধারণত কিছুটা অস্থির থাকবে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। বিবাহের যোগ হবেই।
বৃষঃ আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে। সন্তান হতে পারে আজ।
মিথুনঃ জাতক জাতিকারা মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। এই দিনটি আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার পক্ষে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শুভ দিন।
কর্কট রাশি ঃহতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত হবেন না। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে শুভ দিন হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত সময় খুঁজে পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। ।
কন্যা ঃ কটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আপনাকে চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ।
বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। শুভ রং লাল।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হবে। আপনি নিজের মধ্যে একটি নতুন শক্তি এবং উৎসাহ অনুভব করবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
মকরঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার চারপাশের শক্তি ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় হবে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দেবে। শুভদিন
কুম্ভঃ অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে।।
মীনঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ ভাবে সন্তোষজনক এবং অনুপ্রেরণামূলক দিন হবে। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজকে দিনে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক থাকবে। সকালের দিকে কোথাও কোথাও কুয়াশা থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গের চারটি জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে ভোরে ও রাতে অনুভূত হবে ঠান্ডা, দিনে শীত কার্যত উধাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনে তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে। কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এই চার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং ১১রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২২মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

পথ কুকুরকে মেরে গ্রেফতার এক যুবক গড়িয়ায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নরেন্দ্রপুর,২ ফেব্রুয়ারিঃ এবার পথ কুকুরকে মেরে ধৃত যুবক নরেন্দ্রপুরে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,সুরজি মন্ডল আইসক্রিমের ব্যবসা করেন। পাশাপাশি, বাড়িতে মুরগি পোষেন তিনি।ওই এলাকাতেই রাস্তায় ঘুরতো একটি পথ কুকুর। পাড়ার লোকজনের বেশির ভাগেরই প্রিয় ছিল সে।কেউ তাকে ধলু, কেউ পিনু কেউ বা লালি বলে ডাকতেন।পোষা মুরগি দেখে তেড়ে আসত রাস্তার কুকুরটি।আর সেই রাগে পাথর দিয়ে কুকুরটির মাথা থেঁতলে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠলো এবার এক যুবকের বিরুদ্ধে। নরেন্দ্রপুর থানার গড়িয়ার নবপল্লির উত্তর পাড়া এলাকার ঘটনা।ওই পথ কুকুরের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাড়ার লোক জন।পরে থানায় অভিযোগ ও দায়ের করা হয়।আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার সুরজি মণ্ডল নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতকে সোমবার নরেন্দ্রপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্বচ্ছ ভোটার তালিকার দাবিতে হাওড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বচ্ছ ভোটার তালিকার দাবিতে হাওড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ, পোড়ানো হলো কুশপুতুল। ব্যারিকেড করে মিছিল আটকালো পুলিশ। এসআইআর নিয়ে. রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার করছেন এবং বিএলও এবং বিডিও দ্বারা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছেন বলে অভিযোগ বিজেপি'র। এর প্রতিবাদে হাওড়া জেলা সদর বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলে প্রতিবাদ ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে জমায়েতের পর বিজেপি কর্মীরা মিছিল করে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিতে দপ্তরের দিকে এগিয়ে এলে হাওড়া পুরসভার সামনে মহাত্মা গান্ধী রোডে পুলিশের করা ব্যারিকেডে আটকে যায় ওই মিছিল। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কুশপুতুল দাহ করে রাস্তায় বসে পড়েন আঃেদালনকারীরা। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন ছিল। এরপর ১০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন।

বালিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পেন ও জল তুলে দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষায় সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে বালিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ও পানীয় জল তুলে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২৬ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিন বালিতে পরীক্ষার্থীদের ভরসা ও শুভেচ্ছা জানাতে প্রতিবারের মতোই পথে নামেন বিধায়ক রানা চ্যাটার্জি। বালির বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে জলের বোতল, ফুল ও পেন উপহার দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। বিধায়ক বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে প্রতিবারের মতোই এবারেও আমরা সকলে মিলে স্কুলের সামনে উপস্থিত আছি। আজকেই তো এদের জীবনের প্রথম বোর্ডের পরীক্ষা। আমরা তাদের দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করছি। হাতে পেন এবং পানীয় জল তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করলাম।' প্রসঙ্গতঃ এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় হাওড়া জেলায় মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ হাজার ৯৮৪। এরমধ্যে ছাত্র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩ হাজার ৮৯৭ এবং ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯ হাজার ৮৭ জন। এই জেলার মেন ভেন্যুর সংখ্যা ৪০ এবং সাব ভেন্যুর সংখ্যা ৯৬। সদরে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৯ ও ৫৬। উলুবেড়িয়ায় এই সংখ্যা যথাক্রমে ২১ ও ৪০। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হাওড়া সদর মহকুমার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ হাজার ১৮৪। অন্যদিকে, উলুবেড়িয়া মহকুমায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২২ হাজার ৮২০।

হুমায়ুন-সেলিম বৈঠক ঘিরে সিপিএমে তীব্র অস্বস্তি, বিতর্ক সামলাতে রাজ্য কমিটির বৈঠক এগিয়ে আনার প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের রুদ্ধদ্বার বৈঠক ঘিরে সিপিএমের অন্দরমহলে প্রবল তোলপাড় অব্যাহত। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই বিতর্ক সামাল দিতেই ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের বদলে দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্য কমিটির বৈঠক ডাকার কথা ভাবছে আলিমুদ্দিন। হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে পার্টির ভেতরে যে ক্ষোভ ও প্রশ্ন জমে উঠেছে, তা রাজ্য কমিটির বৈঠকে বিস্ফোরক আকার নিতে পারে বলেই আশঙ্কা। সামনে নির্বাচন, ফলে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চাইছে সিপিএম নেতৃত্ব।

দলের একাংশের অভিযোগ, যাঁকে বারবার 'বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছে সিপিএম, সেই হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে কীভাবে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গভীর রাতে নিউটাউনের একটি হোটেলে বৈঠকে বসলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই দলের ভিতরে-বাইরে সেলিমকে নিশানা করছেন বিক্ষুব্ধ নেতারা। যদিও সেলিমপন্থীরা গোটা ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছেন, তবুও বিতর্ক ক্রমেই বড় আকার নিচ্ছে। সূত্রের খবর, দলের অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা এতটাই বেড়েছে যে প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসুকেও এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আলিমুদ্দিনের শীর্ষ নেতৃত্ব চাইছে, রাজ্য কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে রাজনৈতিকভাবে একটি অবস্থান স্পষ্ট করা হোক। তবে সেই বৈঠক যে অত্যন্ত উত্তপ্ত হতে চলেছে, তা কার্যত নিশ্চিত। দলীয় সূত্র জানাচ্ছে, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি-সহ একাধিক জেলার নেতারা রাজ্য কমিটির বৈঠকে সেলিমের বিরুদ্ধে সরব হবেন। তাঁরা সরাসরি রাজ্য সম্পাদককে প্রশ্নের মুখে ফেলবেন বলেই খবর। অন্যদিকে, সেলিমপন্থী রাজ্য কমিটির সদস্যরাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের পরিকল্পনা, পার্টির অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস ও কৌশলের উদাহরণ তুলে ধরে সেলিমের বৈঠককে রাজনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ

করার চেষ্টা করা। এই পরিস্থিতিতে সিপিএমের অন্দরমহলে কার্যত সেন্সরের মুখে পড়েছেন মহম্মদ সেলিম। হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠকের পর থেকে জোট বা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও কথা বলতে তাঁকে কার্যত বিরত রাখা হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি। শুধু তাই নয়, হুমায়ুনের সঙ্গে কোনও রকম রাজনৈতিক যোগাযোগ বা সম্ভাব্য বোঝাপড়া নিয়ে যাতে আর কোনও আলোচনা না হয়, সে বিষয়েও সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য আপত্তি তুলেছেন।

এই বিতর্কে নতুন করে আগুনে ঘি ঢেলেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। শনিবার প্রকাশ্যে তিনি হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। সুজনের বক্তব্য, হুমায়ুন কে? যদি পার্টি তাঁকে গুরুত্বই না দেয়, তাহলে সেলিম কেন গভীর রাতে হোটেলে তাঁর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সিপিএমের অন্দরমহলে। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেলিম হুমায়ুনের বিষয়ে তুলনামূলক নরম হলেও, সুজন-সহ দলের একাধিক প্রবীণ নেতা এই বৈঠকে প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ। রাজ্য কমিটির বৈঠকের আগে দুই শিবিরই নিজেদের যুক্তি সাজাচ্ছে। সেলিমপন্থীদের দাবি, এটি শুধুমাত্র একটি বৈঠক, কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। রাজনীতিতে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলাটা অস্বাভাবিক নয়। সব বৈঠক প্রকাশ্যে ঘোষণা করে করতে হয়, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁদের আরও বক্তব্য, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে ' তৈরি হয়েছে, তা কাটাতেই সেলিম পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, সেলিম বিরোধীরা একাধিক প্রশ্ন তুলতে প্রস্তুত। তাঁদের প্রথম প্রশ্ন, যাঁর বক্তব্যকে বারবার সাম্প্রদায়িক বলে আক্রমণ করেছে সিপিএম, যিনি প্রকাশ্যে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন, সেই হুমায়ুন কবীরের মধ্যে হঠাৎ কী ধর্মনিরপেক্ষতা খুঁজে পেলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন আগেও হুমায়ুন কবীরকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছিল সিপিএম। সেই অবস্থান থেকে হঠাৎ এই ' মনোভাব কেন। তৃতীয়ত, হুমায়ুন কবীর বিজেপির সাহায্য চেয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমনকি বিজেপি-হুমায়ুন যোগাযোগ নিয়ে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। তাহলে সেই হুমায়ুনের সঙ্গে একান্ত বৈঠকের প্রয়োজন কী ছিল, সেই প্রশ্নও তুলতে চান বিরোধীরা।

মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই বাসন্তীতে দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে ঘটে গেল একটি দুর্ঘটনা। বাসন্তী থানা থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র চড়াবিদ্যা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে যাওয়ার পথে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে প।ে ঘটনাটি ঘটে বাসন্তীর আমঝাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনার ফলে গাড়িতে থাকা দুই পুলিশ কর্মী আহত হন, যাঁদের মধ্যে একজন মহিলা পুলিশ কর্মী রয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গা।িটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কী কারণে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন দ্রুত এগিয়ে এসে আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধারে সহায়তা করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসন্তী থানার পুলিশ। আহতদের তৎক্ষণা ক্যানিং মহকুমা

দূষণ রোধে বড় সিদ্ধান্ত -সবেবরাতেও রাত ১০টার পর আতশবাজি নিষিদ্ধ, হাই কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা হাই কোর্ট সবেবরাতের রাতে আতশবাজি নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছে। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয়. পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, সবেবরাতের রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কোনও আতশবাজি ফাটানো যাবে না। আতশবাজি ব্যবহার করা যাবে শুধুমাত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্ধারিত নিয়ম মেনে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এই নিয়ম লঙ্ঘন হলে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সবেবরাতের প্রাক্কালে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ আসছিল, যে রাতে ও

তার আগের দিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় শব্দবাজির কারণে ভোক্তাদের মধ্যে অতিরিক্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারি নেই বলে অভিযোগ করা হয়। আবেদনকারীর তরফে বলা হয়, কালীপুজো, ব।দিন, ছটপুজোর মতো অন্যান্য উসবের সময় পুলিশ বাজির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু সবেবরাতের ক্ষেত্রে তা সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সেই কারণে হাই কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল যাতে উৎসবের রাতে আতশবাজি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত এই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী, সবেবরাতের রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে কোনও প্রকার আতশবাজি ব্যবহার করা যাবে না। আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের শান্তি সুনিশিত ও পরিবেশ দূষণ কমানো হবে।

এক যুবককে জোর করে যৌনপল্লির ঘরে আটকে অনলাইন প্রতারণা,লুঠের অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার সোনাগাছি যৌনপল্লিতে ফের চাঞ্চল্যকর প্রতারণার অভিযোগ সামনে এল। এক যুবককে জোর করে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে ভয় দেখিয়ে অনলাইনে টাকা লুঠ করার অভিযোগে তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত তিন মহিলা পেশায় যৌনকর্মী বলে পুলিশের দাবি। তাঁদের নাম পম্পা দাস, প্রিয়াঙ্কা দাস ও দীপা দাস। এই ঘটনায় ব।তলা থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ এবং অভিযানে নেমে হাতেনাতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী যুবক গত কয়েকদিন আগে কলকাতার সোনাগাছি এলাকায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা তিন মহিলা তাঁকে ঘিরে ধরেন। অভিযোগ, যুবককে জোর করে টেনে একটি ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরে ঢোকানোর পরই তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় ভয় দেখানো এবং টাকার দাবি। যুবক পুলিশকে জানান, তাঁর কাছে তৎক্ষণা এত টাকা নেই তারপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

বিরোধী নেতাদের কর্মসূচিতে অশান্তি ঠেকাতে পুলিসকে কড়া নির্দেশ হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের বিরোধী দলের বিধায়ক, সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কর্মসূচিকে ঘিরে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশকে ক।া নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আপাতত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বিষয়ে পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিরোধী নেতাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছে আদালত। বিরোধী দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের কর্মসূচিতে তৃণমূল সমর্থকেরা বাধা দেন বলে অভিযোগ বিজেপির। এই বাধা প্রতিরোধ করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত ২৭ অক্টোবর মামলাটি রুজু হয়েছিল হাই কোর্টে। সেই মামলাতেই সোমবার এই নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

জানাল, বিরোধী দলের নেতাদের কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি আবার শুনানি হবে এই মামলার। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই সামনে তুলে ধরছে। তিনি আরও জানান, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরবর্তী সময়েও বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের উপর হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রেক্ষিতেই আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সোমবার মামলার শুনানিতে আদালত জানায়, রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও বিরোধী দলের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করার। সেই অধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব প্রশাসন ও পুলিশের। আদালত নির্দেশ দেয়, বিরোধী দলের কোনও বিধায়ক, সাংসদ বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কর্মসূচিতে যাতে কোনও ধরনের বাধা বা অশান্তি না ঘটে, সে বিষয়ে পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই নির্দেশ আপাতত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ওই দিন মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার আগে পর্যন্ত রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

ট্রাফিকের এএসআই নিজের বাইকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন 'বিপদে' পড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার বাঁকড়ার বাসিন্দা সায়েদা খাতুন। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার পরীক্ষা শুরুর দিনেই ভুলবশতঃওই পরীক্ষার্থী পৌঁছে গিয়েছিলেন অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে। ট্রাফিকের এএসআই উদ্যোগ নিয়ে নিজের বাইকেই সঠিক সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেঃেদ্র পৌঁছে দেন 'বিপদে' প।া ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। সোমবার পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে ভুলবশত্ অন্য এক স্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছিলেন ওই পরীক্ষার্থী। অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে। চিন্তিত হয়ে পড়েন সায়েদা। বাইরে ডিউটিতে থাকা দাসনগর ট্রাফিক গার্ডের (ব্যাঁটরা সাব ট্রাফিক গার্ড) এএসআই দেবাশিস গিরি বিষয়টি জেনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই পরীক্ষার্থীকে নিজের বাইকে বসিয়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেঃেদ্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পৌঁছে দেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ওই পরীক্ষার্থী। পুলিশকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার বাঁকড়ার বাসিন্দা ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছিল ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি বয়েজ হাই স্কুলে। কিন্তু তিনি ভুলবশতঃ পরীক্ষা দিতে চলে যান ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী হাই স্কুলে। আরেকটু দেরি হয়ে গেলেই সমস্যায় পড়ে

যেতেন তিনি। এক্ষেত্রে মুশকিল আসান করেন দেবাশিস গিরি। পরীক্ষার্থী নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষায় বসেছেন বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে দাসনগর ট্রাফিক গার্ডের (ব্যাঁটরা সাব ট্রাফিক গার্ড) এএসআই দেবাশিস গিরি বলেন, 'ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছিল হাড়ার মাকড়দহ রোডের ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি বয়েজ হাই স্কুলে। কিন্তু সে ভুল করে পরীক্ষা দিতে চলে এসেছিল বেলিলিয়াস রোডের ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী হাই স্কুলে। শেষ মুহূর্তে অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে ওই ভুল ধরা পড়ে। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরেই আমরা ডিউটিতে ছিলাম। বিষয়টি জানতে পারি। পরীক্ষা শুরু হতে আর কয়েক মিনিট বাকি থাকায় আমি তৎক্ষণা নিজেই বাইকে করে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মাকড়দহ রোডের নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে আসি। তখন ওই পরীক্ষাকেন্দ্রের গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর আমি নিজেই স্কুলের ভিতরে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সিটে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তখন সবেমাত্র পরীক্ষার খাতা দেওয়া শুরু হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়েই ছাত্রীটি পরীক্ষা দিয়েছে বলে জানা গেছে।'

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/082/25-26
Name of work : **Repairing of Asphaltum Road at Sashan Kalitala Raod, Kenaram Ganguly Road etc. in Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,96,387.72.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and time of submission of Bid : **09.02.2026 - 12 noon.** The tender will be opened on **11.02.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Civil), KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : XI/113/077/2025-26/R
Name of work : **Construction of pathway and allied work at near D/12 Niranjan Pally in Ward No.113, Br-XI.** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs.2,96,313.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**
2. NIT NO. : XI/114/046/25-26/R
Name of work : **Desilting of drainage system at diff. areas viz. Madha Para, Payera Bagan etc. in Ward No.114.** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs.2,89,559.06.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **60 Days.**
3. NIT NO. : XI/114/060/25-26/UTTARAN
Name of work : **Supply of labour for repair of depression with Milling Materials as and when require at diff. Uttaran area in Ward No.114.** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs.2,87,437.92.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **11.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** Date and Time of Opening of Bid : **13.02.2026 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The Bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 from 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : APAS/110/150/336/02/47/25-26
Name of work : **Renovation of footpath with underground facilities and other allied works Milan Park in Ward No.110.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,99,398.54.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
2. NIT NO. : APAS/112/152/231/03/026/25-26
Name of work : **Clearning of under ground sewer line with allied at 52/4 and opposite Das Medical Roynagar in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Value (including GST & CESS) : **Rs.1,98,616.75.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **35 Days.**
3. NIT NO. : APAS/112/152/234/02/024/25-26
Name of work : **Construction new underground sewer line at Roynagar, Madhyapara near Mother Memorial School and others allied works in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.4,94,911.07.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**
4. NIT NO. : APAS/112/152/238/02/006/25-26
Name of work : **Renovation of road with undeground facilities and other allied works in Ward No.112.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,91,013.20.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.02.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The tender will opened on : **12.02.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/40/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Repairing of latrine of Uttaran 17, Jamir Lane & others Ward-68, Borough-VIII.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,95,596.79.** Earnest Money : **Rs.7,950.00.** Period of Completion : **90 Days.**
2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/51/2025-2026/D
Name of work : **Restoration of Paver Block, I.P.S Footpath & Concrete Passage at 232B A.J.C. Bose Raod, 34/A Dr Rajendra Road, 15 Roy Street & other different locations in Ward No. 70 disturbed by CESC & Natural Wear & Tear.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,93,937.00.** Earnest Money : **Rs.9,900.00.** Period of Completion : **120 Days.**
3. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/068/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran Privies at 15/1 Rammoy Road, 6 Shyamananda Road and other Uttaran Areas in Ward No.72.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.3,99,443.35.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **120 Days.**
4. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/66/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of Road surface by lowering of MH, GP and allied Civil Works along Keyatala Road from 128 Dr Meghnad Saha Sarani to P381 Keyatala Road in Ward-86.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,97,029.10.** Earnest Money : **Rs.9,950.00.** Period of Completion : **45 Days.**
5. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/68/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of Road surface by lowering of MH, GP and allied Civil Works from 218 Hemanta Mukhopadhyay Sarani to 512 Lake Terrace extn. & 553 to 559 Hemanta Mukhopadhyay Sarani in Ward-86.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,88,612.43.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.** Period of Completion : **45 Days.**
6. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/67/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of Road surface by lowering of MH, GP and allied Civil Works along Lake Terrace Road from 15K Anil Roy Road to 20B Lake View Road in Ward-86.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,99,170.29.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **11.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 6).** Date of opening of tender : **13.02.2026 - 12 nooon (for Sl.No.1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2026 - 12 noon (for Sl.No. 1 to 6)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 6).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT NO. : KMC/IX/076/081/2025-2026 (2nd Call)
Name of work : **Restoration of IPS passage (Disturbed by P.U. Agency & damaged portion) at 40/A, Kabitirtha Sarani, 26/A, Ramkamal Street, 109, 115, C.G.R Road, 8/1C, Gopal Dr. Road, 1/2C, Ashubabu Lane, 13/B, 116/B, Pitambar Sarkar Lane etc. in Ward No.076.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,99,873.49.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **11.02.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on : **13.02.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
2. NIT NO. : KMC/IX/078/113/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Renovation of latrine at 42/H/17, 42/H/22, 42/H/28, 42/H/21, 42/H/27, Ekbalpore Road in Ward No.078 (APAS/01/158/175/0003).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,946.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.02.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on : **12.02.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 - 5 p.m.**
3. NIT NO. : KMC/IX/075/080/2024-2025/APAS (2nd Call)
Name of work : **Repairing and renovation of latrine at 19H/1, Kabitirtha Sarani and etc. in Ward No.75 (APAS/01/158/256/0003).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,20,779.00.** Earnest Money : **Rs.2,500.00.** Period of Completion : **21 Days.**
4. NIT NO. : KMC/IX/078/096/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of sewer line with Ancillary Civil Work from at 3, 4, 3/1B/H/3, 3/1B/H/4, Mayurbhunj Road and surrounding area in Ward No.78 (APAS/01/158/167/0002).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,937.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**
5. NIT NO. : KMC/IX/078/126/2024-2025/APAS (2nd Call)
Name of work : **Renovation of latrine at 1, 3D, 3K, 3C, Mominpore Road and etc. in Ward No.078 (APAS/01/158/204/0001).** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,98,519.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
6. NIT NO. : KMC/IX/078/082/2025-2026
Name of work : **Repairing of damaged portion of Paver Block Passage at 5/2, B.K. Road (Banwari Singh Maidan) etc. in Ward No.078.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,73,526.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
7. NIT NO. : KMC/IX/078/123/2025-2026
Name of work : **Repairing works of Office Buildign, Ozookhana, Rest Room & Toilets at Sola-Ana Burial Ground in Ward No.078.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,02,074.00.** Earnest Money : **Rs.8,100.00.** Period of Completion : **30 Days.**
8. NIT NO. : KMC/IX/078/139/2025-2026
Name of work : **Maintenance of I.P.S. Footpath at 4/2, 6,12, Hossain Shah Road; 8/1, Braunfeld Row; 12A, 15/2, Ibrahim Road and different places in Ward No.078.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,96,422.00.** Earnest Money : **Rs.10.000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **10.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No. 3 to 8).** Tender will be opened on : **12.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No. 3 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.3 to 8).** The website **https://tenders.wb.gov.in (for Sl.No.2 to 5) and https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.6 to 8).**

CORRIGENDUM

NIT No. : APAS/112/152/215/05/036/25-26 published in this newspaper on **24/01/2026 (Key No.2043/25-26) of Engineering (C) Br-XI Department (Sl.No.21).** Last date and time of submission of bid will be **07/02/2026 upto 5 p.m.** instead of 31/01/2026 upto 12 noon and date and time of opening of bid will be **09/02/2026 at 5 p.m.** instead of 02/02/2026 at 12 noon. All other criteria remain same.

(1) NIT No. KMC/US/HQ/29/25-26/208 (1st Call), (2) NIT No.KMC/US/HQ/32/25-26/206 (1st Call), (3) NIT No. KMC/US/HQ/29/25-26/207 (1st Call) published in this Newspaper on **17/01/2026 (Key No.1981/25-26) of Uttaran Services Deptt. (Sl.No. 1 to 3).** Last date and time of submission of bid : **10/02/2026 upto 11.00 hrs.** instead of 31/01/2026 (for Sl.No.1 to 3) and bid opening date and time for technical proposals **12/02/2026 at 11 hrs** instead of 03/02/2026 (for Sl.No.1 to 3).

(1) NIT No. EE-III/32/BBG/2/25-26, (2) NIT No.EE-III/32/BBG/3/25-26, (3) NIT No.EE-III/32/APAS/218/39/25-26, (4) NIT No.KMC/EE-III/APAS/13/50/3/25-26 (2nd Call) published in this Newspaper on **19/01/2026 (Key No.1992/25-26) of Engineering(C)Br-III Deptt. (Sl.No.1 to 4).** Last date and time of submission of bid shall be **07/02/2026 at 12 noon** instead of 29/01/2026 at 12 noon (for Sl.No.1 to 4) and the date and time of opening of tender shall be **09/02/2026 at 12 noon** instead of 31/01/2026 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 4).

2133/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২০ মাঘ, ১৪৩২

নিরাপত্তা, রাজনীতি ও ভোটব্যাঙ্ক, মোদি শাসনে বাংলার মুসলিম সমাজ

এম. চক্রবর্তী

ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্ক বহুস্তরীয়। কেন্দ্রীয় শাসন বদলের পর থেকে এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকারের নীতি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিকভাবে অতিসংবেদনশীল ও বহুধর্মীয় রাজ্যে এই প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে ওঠে। বাংলার মাটি সংবিধান, প্রশাসন, স্থানীয় রাজনীতি এবং গ্রামীণ স্তরের বাস্তব নিরাপত্তা সবকিছুকে মিলিয়ে বিচার করে। তাই মোদি শাসনে বাংলার মুসলিমরা কতটা নিরাপদ, এটি শুধু রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, বরং মাঠঘেঁষা পর্যবেক্ষণে নির্মিত একটি বাস্তব প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ শতাংশ। বিশেষত মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অঞ্চলে এই জনসংখ্যা যে কোনও নির্বাচনের সমীকরণ বদলে দিতে সক্ষম। ২০১৯ সালের রায়গঞ্জ ও মালদা উত্তর লোকসভা নির্বাচনে মুসলিম ভোটের বিভাজন এবং বিরোধী শিবিরের দুর্বল সমন্বয় বিজেপির অপ্রত্যাশিত সাফল্য এনে দেয়। নির্বাচন-পরবর্তী বিশ্লেষণে প্রবীণ সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম মন্তব্য করেছিলেন যে মুসলিম ভোট সবসময় একদিকে যায় এই ধারণা রাজনৈতিক রোমান্স মাত্র, বাস্তব নয়। তাঁর মতে নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা ভোটের দিক নির্ধারণ করে। সেই পর্যবেক্ষণ পরবর্তী নির্বাচনের তথ্যেও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের সুতির, জঙ্গিপুর অথবা ইসলামপুরের মতো এলাকায় মুসলিম ভোটারদের বক্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য তুলে ধরে। রাজনৈতিক অস্থিরতা অথবা দলীয় সংঘর্ষের সময়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন। এর ফলে মুসলিম ভোটের একটি অংশ মোদি সরকারের প্রশাসনিক দৃঢ়তা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সম্ভাব্য নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে বিহারের ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচন। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিম-প্রধান অঞ্চল যেমন কিশনগঞ্জ, আরারিয়া ও পুরনিয়া দীর্ঘদিন ধরে আরজেডির ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিত ছিল।

কিন্তু ২০২৫ সালে দেখা যায় যে এনডিএ সেখানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক রাহমান কাশিফ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে মুসলিম ভোট ধর্মীয় আহ্বানে স্থির থাকে না। স্থানীয় প্রশাসনের দক্ষতা, স্থিতিশীলতা এবং জনকল্যাণ প্রকল্পে নিশ্চিততার ওপর আস্থা তৈরি হলে ভোটের দিক বদলে যায়। এই বক্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি দেখায় যে মুসলিম ভোটের একটি অংশ উন্নয়ন ও নিরাপত্তাকে রাজনৈতিক পরিচয়ের আগে গুরুত্ব দিচ্ছে। মোদি সরকারের কেন্দ্রীয় কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস্তব প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরেজমিন তথ্য সংগ্রহে দেখা গেছে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার এবং ডিজিটাল বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু মুসলিম পরিবার উপকৃত হয়েছে। মালদা, হাওড়া এবং উত্তর দিনাজপুরের গ্রামীণ অঞ্চলে এই সুবিধাগুলি স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে বলে প্রশাসনিক পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয়। তবে মুসলিম নিরাপত্তার প্রশ্নে কেবল উন্নয়নমূলক সাফল্যই আলোচ্য বিষয় নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনাও এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিশ্লেষক আতাউর রহমান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে ফ্রিঞ্জ গোষ্ঠীর আচরণ দিয়ে রাষ্ট্রকে বিচার করলে ভুল হবে। তাঁর মতে রাষ্ট্র প্রশাসন কোনও ঘটনা কত দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে, সেটাই নিরাপত্তার আসল পরিমাপক। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, কারণ এখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ অনেক সময় ধর্মীয় সম্পর্কের চেয়েও বড় ভূমিকা পালন করে। মোদি শাসনের বিস্তার বোঝাতে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি অধ্যাপক নরেশ ফেরোজির পর্যবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে যে মুসলিম ভোটের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার নিশ্চয়তা, সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দক্ষতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এই তিনটি বিষয় সর্বাধিক প্রভাব ফেলে। তাঁর মতে ধর্মীয় মেরুকরণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিরাপত্তা অনুভূতি শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক দৃঢ়তার ওপরই নির্ভর করে। একই সময়ে প্রবীণ সাংবাদিক দীপঙ্কর মিত্রের মতামত এই বিশ্লেষণকে আরও গভীর করে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বাংলার মুসলিম ভোট কখনও একরেখায় চলে না। তারা হিসেব করে দেখে কোন সরকার আইনের প্রয়োগে সত্যিই কঠোর এবং কোন সরকার রাজনৈতিক সমীকরণে আইনের দড়ি ঢিলা রাখে। নিরাপত্তা অনুভূতি ঠিক সেখানেই তৈরি হয়। সমস্ত পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য একত্রিত করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মোদি শাসনে বাংলার মুসলিম নিরাপত্তা কোনও একমাত্রিক প্রশ্ন নয়। আইনি কাঠামো, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দৃঢ়তা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং নির্বাচন-পর্যায়ের ভোট আচরণ এই সব উপাদানের জটিল সমন্বয়েই এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন নির্ভর করে। বাংলার মতো রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত এবং সামাজিকভাবে বহুবর্ণ রাজ্যে নিরাপত্তার অনুভূতিও স্বভাবতই বহুস্তরীয়। সারসংক্ষেপে বলা যায় যে মোদি শাসনে মুসলিম নিরাপত্তা কোনও সরল রাজনৈতিক স্লোগান নয়, বরং বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার সমষ্টি। কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় প্রশাসন মুসলিম সমাজের একাংশে আস্থার জন্ম দেয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক সংঘাত সেই আস্থাকে চাপের মুখে ফেলে। ফলে এই প্রশ্নের উত্তর একরূপ নয়। সময়, অঞ্চল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক আচরণের ওপর নির্ভর করে এর ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়।

নিরাপদ রাস্তাকেই বেছে নিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারামন

রবিবারের সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ অভূতপূর্ব। তবুও কিছু প্রাথমিক ব্যাপারে জেদ খারাপ নয়। বারের দিকে নজর না দিয়ে মাসের তারিখ বুঝে টাকাপয়সার হিসেব রাখাই দস্তুর। দেশের বাজেট তো বৃহৎ পরিসরে সংসারেরই হিসেব। তাই ১ ফেব্রুয়ারি মন্দ নয়। সেই জেদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থশাস্ত্রের মৌলিক বিষয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন করেননি। ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হলো বিশ্বজোড়া এক জটিল সন্ধিক্ষণে। তাই আগামী বছরের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা করা যথেষ্ট দুরূহ কাজ ছিল অর্থমন্ত্রীর সামনে। যে বৈশ্বিক অস্থিরতা নানা দেশের মতো ভারতকেও বিব্রত করছে গত কয়েক বছর ধরে, তা বিশ্বের কয়েকটি শক্তিধর দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধের ফল। শুল্ক-প্রতিশুল্ক, বাণিজ্যের বৈচিত্রীকরণ, বাণিজ্যকে বহুমুখী করা- সব মিলিয়ে ২০২৫ জুড়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলেছে চাপান-উতোরের খেলা। সেই দড়ি টানাটানি এখনও বর্তমান। ভারত এই বিশ্বব্যাপী দোলাচলের এক অন্যতম শক্তিধর দেশ। তাই আশা ও আশঙ্কা, দুটোই আছে। ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অভিমুখ সম্প্রতি আমেরিকা-ক্যানাডা ছেড়ে খানিকটা ইউরোপমুখী। ক'দিন আগেই হায়দরাবাদ হাউসে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো 'মাদার অফ অল ডিলস'। এতে সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু তার বাস্তবিক প্রয়োগ হবে কী ভাবে? বাজেটে সেই দিশা দেখানোর কথা ছিল। বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা হওয়ার ঠিক দু'দিন পরে সংসদে পেশ হয়েছে ২০২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা। গত কয়েক বছরের প্রবণতা থেকে দেখা গেছে, সমীক্ষা ও বার্ষিক কেন্দ্রীয় বাজেট প্রায় হাত ধরাধরি করে চলে। সেই ধারা এবারেও অব্যাহত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে যে আশঙ্কার মেঘ আকাশে রয়েছে, সেই দুর্যোগ সামলানোই ছিল আপাতত মূল লক্ষ্য। তাই বাজেট হলো খানিক ঝিমুনি-মার্কা। এবারের বাজেট থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমার তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রত্যাশা ছিল না। গুরুজনেরা বলেন, ঝঞ্ঝার সময়ে নিজেকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে রাখাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু বাজার চায়, সব সময়ে নতুন কিছু ঘোষণা। তা না হলেই শেয়ার বাজারের মুখ ভার। অতএব নির্মলার বাজেট পেশ করার ৯০ মিনিটের মধ্যেই শেয়ার বাজারে সেনসেক্স নামল প্রায় এক হাজার পয়েন্ট। তবে শেয়ার বাজারের পতন দেখে আমি অন্তত বাজেটকে অতটা খারাপ বলব না। প্রত্যেক বছর তো আর খুশিতে উদ্বাহু হওয়ার মতো ঘোষণা পাওয়া যাবে না। সেটাই স্বাভাবিক। এবারের বাজেটের মূল বক্তব্য হলো, নিজের দেশের কর্মকাণ্ড স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ওপর যেন আন্তর্জাতিক সঙ্কটের অভিঘাত খুব বেশি না হয়। সেই কারণে নজর দেওয়া হয়েছে সুস্থিত আর্থিক বিকাশ ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপর। সেটা করতে গেলে রপ্তানির বাজার সঙ্কুচিত হলে চলে না। প্রশস্ত রাখতে হয় বৈদেশিক বিনিয়োগর রাস্তা। এই উদ্দেশ্য পূরণে তিনটি প্রাথমিক কর্তব্যের কথা বলেছেন নির্মলা। সুস্থিত আর্থিক বিকাশ, জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ, 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'। উপাদনশীলতা বাড়িয়ে বিকাশ ত্বরান্বিত করতে হলে দেশীয় সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে হয়। কারণ, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার আবহে বিদেশি বিনিয়োগ কমাটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী পরিস্কার ভাবে কিছু ঘোষণা না করলেও ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের আর্থিক কমিটি গঠনের কথা বলেছেন, যারা দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাজকর্ম খতিয়ে দেখবে। আমার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে এই সংক্রান্ত কিছু ঘোষণা হবে এবং সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চয়কে বিনিয়োগের দিকে নিয়ে যেতে উৎসাহিত বোধ করবে। বর্তমান সময়ে তো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে কোনও যৌক্তিক পরিকল্পনা সম্ভব নয়। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার জন্য মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ছাত্র-যুব ও কৃষকদের ওপর। কারণ, লক্ষ্য হলো ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্ব পরিষেবার বাজারে ভারতের অবদান ১০ স্তরে নিয়ে যাওয়া। সঠিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে পারলে এটা অসম্ভব নয়। পাশাপাশি 'ভারত বিস্তার' কর্মসূচির মতো এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় কৃষক ও কৃষিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। আখরোট, কাজু, নারকেল ও চন্দন কাঠ রপ্তানির ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ভারতকে বিশ্বের ডেটা সেন্টার করার জন্য যে কর ছাড়ের উদ্যোগ হয়েছে, সেটাও সাধুবাদযোগ্য। দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য সঠিক গুণসম্পন্ন শিক্ষা আবশ্যিক। কিন্তু কেতাবি শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণও প্রয়োজন। এতে অর্থব্যবস্থার ন্যূনতম স্বনির্ভরতা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনই বাহ্যিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার হাত থেকে দেশীয় অর্থনীতিকেও আগলে রাখা যাবে। তাই দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ অবশ্যই ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি এবং যৌক্তিক পরিকল্পনা। সুতরাং, সব মিলিয়ে এবারের বাজেটে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দেশীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আপাতত শুধুমাত্র 'অরেঞ্জ ইকনমি'র নিরাপদ রাস্তায় হাঁটতে চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

আমি বিশ্বাস করি যে ভারত এক, অবিচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য। জাতীয় ঐক্য সাধারণ বাসস্থান, সাধারণ স্বার্থ এবং সাধারণ ভালোবাসার উপর নির্মিত। কাউকে সত্যিই অন্য কেউ শেখাতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা সর্বদা স্ব-শিক্ষা। আসল শিক্ষা হলো আত্ম-শিক্ষা। আদর্শের প্রতি আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার শিখরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিজস্ব সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত উন্নতি লাভ করি অন্য কোনো উপায়ে নয়। কোনো বিশেষ বিষয় শেখা বা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষমতার বিকাশের চেয়ে মনোযোগের প্রশিক্ষণই সর্বদা ভারতীয় শিক্ষার নির্বাচিত লক্ষ্য ছিল, যেমনটি স্বামী বিবেকানন্দ দাবি করেছিলেন। আমাদের কারিগরি শিক্ষা থাকতে হবে এবং আমাদের উচ্চতর গবেষণাও থাকতে হবে, কারণ উচ্চতর গবেষণা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা হলো গাছ ছাড়া ডাল, শিকড় ছাড়া ফুল। যতক্ষণ না আমরা অনুভূতি এবং পছন্দের প্রশিক্ষণ দিই, ততক্ষণ আমাদের মানুষটি শিক্ষিত হয় না। সে কেবল কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলে সজ্জিত হয় যা সে আয়ত্ত করতে শিখেছে। এই কৌশলগুলির দ্বারা সে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। সে হৃদয়ে আবেদন করতে পারে না, বা জীবন দিতে পারে না। সে মোটেই মানুষ নয় সে একটি চালাক বানর।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা। কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া কঠিন। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় ও উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি? তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না-হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনও লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। যে খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ করো। মঙ্গলের অধিকারী হবে। সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও। সরল হও, কিন্তু বেকুব হয়ো না। তাই বলে দুর্বল হৃদয়ে হয়ো না। কপট ব্যক্তি অন্যের কাছে সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুণ অন্যের দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

উত্তরকাশি থেকে গঙ্গোত্রী-উন্নয়নের নামে হিমালয়ে পরিবেশ ধ্বংস

বিশেষ প্রতিনিধি

উন্নয়নের নামে কাটা পড়তে চলেছে প্রায় ১২ হাজার গাছ। ঠিক সেই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আরাবল্লী পর্বতমালা ভারতের অন্যতম প্রাচীন পাহাড়-খনন ও নির্মাণের চাপে ক্ষতবিক্ষত। প্রশ্ন একটাই, পরিবেশ ধ্বংস করে এই উন্নয়ন কার স্বার্থে!! মানুষই যদি না থাকে!! পুঁজিপতিদের স্বার্থে? একাধিক বড় প্রকল্পপের চাপে উত্তরকাশীতে উন্নয়নের পরিকল্পনার ছবিটা ভয় ধরানো। গঙ্গোত্রী হাইওয়ে প্রকল্পে প্রায় ৬,৮০০ গাছ, আর বাগেশ্বর-কান্ডা জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে প্রায় ৬,০০০-এর বেশি গাছ-সব মিলিয়ে মোট প্রায় ১২ হাজারের বেশি গাছ কাটা পড়ার আশঙ্কা। এটি একটি ভয়ানক উন্নয়ন পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত, হিমালয়ের ঢাল আর মাটির প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভয়াবহ আঘাত, যা ভূমি ধসকে ত্বরান্বিত করবে। গঙ্গোত্রী হাইওয়ে প্রকল্প ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে মূলত এই গাছ কাটাকে কেন্দ্র করেই। রাস্তা চওড়া করার জন্য পাহাড়ের গা ঘেঁষে বনভূমি কাটা হচ্ছে, যা স্থানীয় মানুষ ও পরিবেশবিদদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গাছ কাটা মানে এখানে শুধু সবুজ অরণ্য ধ্বংস নয়-এর মানে পাহাড়ের মাটিকে আলগা করে দেওয়া, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা এবং ভবিষ্যতের ভূমিধসের বীজ বপন করা। হিমালয় পর্বতের প্রকৃতি হঠাৎ করেই ধ্বংসলীলা দেখায়। কিন্তু এসব নেতা মন্ত্রী পরিকল্পনা রূপকারদের মাথায় ঢোকে না। তারা মুনাফা কামাতেই ব্যস্ত। একই সময়ে কুমায়ুন অঞ্চলে বাগেশ্বর-কান্ডা জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প পাহাড়ি পরিবেশের ওপর নতুন চাপ তৈরি করেছে। বাগেশ্বর ও আলমোড়া জেলায় হাজার হাজার গাছ কাটার পরিকল্পনা পাহাড়ের সেই পুরোনো সমস্যাকেই আবার সামনে আনছে-ঢাল কেটে রাস্তা বানানো, কাটা মাটি নিচে ফেলে রাখা, আর বর্ষা এলেই ধস নামা। এরপর আবার মেরামত-এর নামে নতুন করে পাহাড় কাটা-এই চক্র থেকে পাহাড় যেন আর বেরোতেই পারছে না! উপরের দুই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেদারনাথ রোপওয়ে প্রকল্প। এখানে সমস্যা হচ্ছে ভঙ্গুর হিমালয়ের বহনক্ষমতা ও অতিরিক্ত চাপ। রোপওয়ে চালু হলে যাত্রা সহজ হবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যাত্রা যত সহজ হবে, তীর্থযাত্রীর সংখ্যা তত বাড়বে। ইতিমধ্যেই কেদারনাথ অঞ্চলে অতিরিক্ত ভিড়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবং জলসঙ্কট প্রকট। এই দুর্বল পাহাড়ি পরিবেশে হাজার হাজার মানুষের চাপ দীর্ঘমেয়াদে বিপদ ডেকে আনবে। এই ধ্বংস লীলার পুরো চিত্রটা শুধু উত্তরাখণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়। ওদিকে আরাবল্লীর ধ্বংস মানে শুধু পাহাড় হারানো নয়। এর প্রভাব পড়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তর, মরুকরণ প্রতিরোধ এবং উত্তর ভারতের সামগ্রিক জলবায়ুর ওপর। একদিকে হিমালয়ের ঢাল দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে আরাবল্লীর প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ছে-দু'দিক থেকেই পরিবেশগত নিরাপত্তা দুর্বল হচ্ছে। এই সব পরিকল্পনার উদ্বেগ জনক দিক হচ্ছে, প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন হয় খাতায় কলমে। বহনক্ষমতা, বিকল্প রুট, দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির হিসাব-এই সবকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত দৃশ্যমান উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ে উন্নয়ন মানে শুধু রাস্তা বা রোপওয়ে নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবন, জল, মাটি আর ভবিষ্যৎ। উন্নয়ন দরকার, কিন্তু হিমালয়ের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে উন্নয়নের অর্থ হওয়া উচিত সংযত, বৈজ্ঞানিক ও দায়িত্বশীল পরিকল্পনা। নির্বিচারে গাছ কাটা, পাহাড় চিরে রাস্তা বানানো আর ভিড় বাড়ানো উন্নয়ন নয় এটা ভবিষ্যতের বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানানো। উত্তরকাশি থেকে গঙ্গোত্রী, বাগেশ্বর থেকে কেদারনাথ-এই প্রায় ১২ হাজার গাছের হিসাব আসলে আমাদেরই ভবিষ্যতের হিসাব। আজ যদি পাহাড়ের শিকড় কেটে ফেলি, কাল সেই পাহাড়ই ভেঙে পড়বে-ভূমিধস, বন্যা, জলসংকট আর এক স্থায়ী পরিবেশগত ক্ষতির রূপ নিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি আর মন্দির বানাতে ব্যস্ত সরকার আদৌ কি সাধারণ মানুষের কথা ভাবে? নাকি, আদানি আম্বানিদের খুশি করতেই তারা ক্ষমতায় রয়েছে?

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন

মমতা সরকারের ধারাবাহিকতা ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের জোরে চতুর্থবারের সম্ভাবনা

বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে রাজ্যে চলছে এসআইআর, যার মাধ্যমে বহু অবৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়বে। এই পদক্ষেপ ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করবে, তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের থেকেও বড় ভূমিকা পালন করবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলোর প্রভাব। ২০১১ সালে মা-মাটি-মানুষের স্লোগান নিয়ে ক্ষমতায় আসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় রয়েছে। বহু ত্রুটি বিচ্যুতির মাঝেও সরকারের বিভিন্ন জনমুখী উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের শক্তিমূমতা সরকারের চালু করা প্রকল্পগুলো শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে। কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল- কন্যাশ্রীঃ মেয়েদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত প্রকল্প।- সবুজ সাথীঃ স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদান, যা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে সহায়ক। স্বাস্থ্যসাথীঃ রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প, যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে। দুয়ারে সরকারঃ মানুষের দরজায় পৌঁছে সরকারি পরিষেবা প্রদান করার উদ্যোগ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারঃ মহিলাদের আর্থিক সুরক্ষার জন্য মাসিক ভাতা।এই প্রকল্পগুলো রাজ্যের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে সমানভাবে জনপ্রিয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের এই উদ্যোগগুলো সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে, যা ভোটারদের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। ত্রুটি ও চ্যালেঞ্জঃ সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর পাশাপাশি কিছু ত্রুটি এবং বিচ্যুতির অভিযোগও উঠে এসেছে। বিরোধীরা সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ তুলেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই অভিযোগগুলো মমতা সরকারের জনপ্রিয়তাকে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। চতুর্থবারের সম্ভাবনাঃ ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা তৃণমূল কংগ্রেস ২০২৬ সালে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নযন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং তৃণমূলের সংগঠনের শক্তি এই সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণঃ বিরোধী দল বিজেপি, সিপিআইএম এবং কংগ্রেসও তাদের কৌশল নিয়ে মাঠে নামছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী জনভিত্তি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে. দাঁড়াবে। উপসংহারঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, সংগঠনের শক্তি এবং মানুষের আস্থা-এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। (বিরোধীদের কৌশল এবং জনমতের পরিবর্তন-সবকিছু মিলিয়ে এই নির্বাচন হবে রাজনৈতিক উত্তেজনার এক বিশাল মঞ্চ।

২০২৬-২৭-এর বাজেটে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের ১১,৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ

মালিগাঁও, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের বাজেট বরাদ্দ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির

জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। ভারত সরকার অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য রেকর্ড ১১,৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা ২০১৪ সালের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি এবং এর মাধ্যমে এই অঞ্চলজুড়ে দ্রুত, সুরক্ষা ও ভবিষ্যত- উপযোগী রেল সংযোগ স্থাপনের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশাল পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কার্য পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বর্তমানে ৭২,৪৬৮ কোটি টাকা মূল্যের রেল প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীনের পথে। নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের জন্য নতুন রেললাইনের সমীক্ষা চালানো হচ্ছে এবং একই সাথে কোকরাঝাড় থেকে ভুটানের গেলেফু পর্যন্ত (৬৯ কিমি) রেল সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। মণিপুরে রেল প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে এবং সিকিম, নাগাল্যান্ডেও কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, যা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত পরিলক্ষিত হচ্ছে। অসমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলো ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি অসম ও পশ্চিমবঙ্গকে সংযোগকারী কামাখ্যা-হাওড়া রুটে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন এবং তার পরদিনই আরও একটি গর্বের মুহূর্ত অসমের প্রথম অমৃত ভারত গুয়াহাটি (কামাখ্যা)-রোহতক এবং ডিব্রুগড়- লক্ষ্ণৌ (গোমতী নগর) এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা চালু। এই দুটি পরিষেবার শুভ-উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যা অসম, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বের রেল সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, পাটনা হয়ে বারাণসী - শিলিগুড়ি বুলেট ট্রেন করিডোরের প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এটিকে গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে, এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারত হাই-স্পীড রেল নেটওয়ার্কের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও বৈদ্যুতিকরণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ২০১৪ থেকে প্রায় ১৯০০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে এবং উত্তর-পূর্বের পাঁচটি রাজ্য সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণ করা সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে অসমে ৯৮ বৈদ্যুতিকরণের কাজ এবং এই অঞ্চল জুড়ে ২,৮৩৯ কিলোমিটার রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৫০২ টি ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১১৯৭ কিলোমিটারের জন্য কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৩৫ কিলোমিটারের কাজ অগ্রগতির পথে। প্রযুক্তি এবং সুরক্ষা মূল অগ্রাধিকার হিসেবে রয়েছে, যার মধ্যে রেললাইনে হাতির মৃত্যু রোধে এআই- ভিত্তিক ক্যামেরা সিস্টেম স্থাপন এবং আরও উন্নত কার্যক্রমের জন্য ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) আরও শক্তিশালী করা অন্তর্ভুক্ত। ২০১৪ সালের তুলনায় বর্তমানে বিনিয়োগ পাঁচগুণ বেশি হওয়ায়, ভারতীয় রেল অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশকে চালিত করছে, বাণিজ্য ও পর্যটনকে উৎসাহিত করছে এবং অসম, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দেশের জন্য স্থায়ী রেল উন্নয়নের এক নতুন যুগের সূচনা করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে সম্প্রসারিত রেল নেটওয়ার্ক উত্তর- পূর্বাঞ্চলে ক্রস-বর্ডার এবং আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত সরকারের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পেন ও গোলাপে শুভেচ্ছা জানিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হলো

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাকে সামনে রেখে পরীক্ষার্থীদের উসাহ দিতে জামালপুর ব্লকে উদ্যোগী হলো তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও ছাত্র পরিষদের সহযোগিতায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের পেন, গোলাপ ও কভার ফাইল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে এ বছর মোট ৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ২টি মেন ভেন্যু এবং ৪টি সাব ভেন্যু। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৪১৯ জন। পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে তদারকিতে ছিলেন জনপ্রতিনিধিরাও। জামালপুর হাই স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পেন ও গোলাপ তুলে দেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ মেহেমুদ খাঁন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক ও ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম হাজারী। শুঁড়ে কালী তলা স্কুলে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও তাবারক আলী মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। চকদিঘী স্কুলে উপস্থিত ছিলেন মেহেমুদ খাঁন, আজাদ রহমান সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে কভার ফাইল তুলে দেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, সৌরভ ব্রহ্মচারী সহ অন্যান্যরা। এদিন ব্লকের বিডিও পার্থ সারথী দে নিজে রাস্তায় নেমে সার্বিক তদারকি করেন। পরে জামালপুর স্কুল পরিদর্শনে যান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান। তিনি জানান, তাঁর সাব ডিভিশনে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রতিটি স্কুলেই পরিকাঠামো সন্তোষজনক এবং বিডিও ও এসআইদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
No. 06/DGP/2025-26
Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 7(seven) Nos. different works. Last date of dropping of sealed tender form on or before **09/02/2026 (at 1:00 PM).** Date of opening of Tender **09/02/2026 (at 1:00 PM)**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
AGOYA-NARRAH GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER No.
NIT 04/ANGP/25-26
The Pradhan, Agoya-Narrah Gram Panchayat invites Sealed tender for the 13(Thirteen) Nos. different works. Last date of dropping of Sealed Tender form On or before **12/02/2026 (up-to 2:30 PM)**. Date of Opening of Tender **13/02/2026 (at 1:30 PM).** For details visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Agoya Narrah Gram Panchayat

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **eNIT-19/ JARAGRAM/25-26** Last date of apply **11.02.2026 at 09:00 am** For more details contact Jaragram GP
Sd/-
Prodhan, Jaragram GP

শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক মহিলা। সোমবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মালদা জেলা স্কুলে। অসুস্থ সাগিরা খাতুনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। জানা গেছে, তিনি মালদার ইংরেজবাজারের কোতোয়ালি এলাকার বুধিয়ার বাসিন্দা। বাবার নামের বানানের ভুলের কারণে তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। তিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও রয়েছে। সকাল ৭টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে ওই মহিলার পরিবারের দাবি।

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender and is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-15/CFC-BG/ 2025- 26	Construction of Concrete Road	03-02-2026	4	11-02-2026 up to 05:30 P.M.	13-02-2026
NIT-16/CFC-BG/ 2025-26	Construction of Concrete Drain	03-02-2026	1	11-02-2026 up to 5:30 P.M.	13-02-2026

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly
Notice inviting Tender no: NIT NO: 120/NGP/2026, dated: 02/02/2026 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat for 10(Ten) Nos works. Date of application: FROM **12.02.2026 & 14.00 PM.** Last date of submission of Tender: **10.02.2026 & 2:00 PM**. Date of Opening of Tender: **12.02.2026 & 14.00 PM.** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

Nawabpur Gram Panchayat
Dudhkalmi :: Jangalpara Bazar :: Chanditala
(1) eNIT NO: 463/NGP/25-26.. Dated: 02-02-2026
(2) eNIT NO: 464/NGP/25-26. Dated: 02-02-2026
E-tenders are invited online through https://wbtenders.gov.in by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 2 NOS OF SCHEME). Bid submission last date : **10/02/2026 at 14.00 hrs.** Technical bid opening date: **13/02/2026 at 11:00 Hrs.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

মাধ্যমিক চলাকালীন সিলিন্ডার ফেটে আতঙ্ক তুফানগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহারের তুফানগঞ্জের নাককাটিগাছ হাইস্কুলে সোমবার মধ্যাহ্নভোজ রান্নার সময় ঘটে এক বিপজ্জনক ঘটনা। স্কুলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। অল্পের জন্য রক্ষা পায় অন্তত দুই শতাধিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি নজরে এসেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকালে স্কুলের রান্নাঘরে মিডডে মিলের জন্য রান্না চলছিল। রান্নার সময় আচমকা গ্যাসের পাইপ লিক করে। ক্ষণিকের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গ্যাস সিলিন্ডারে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের গ্রাসে চলে যায় গোটা সিলিন্ডার। কোনওক্রমে সিলিন্ডারটি উদ্ধার করে স্কুলের মাঠে ফেলে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলিন্ডারটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে স্কুলের চত্বর এবং আশেপাশের এলাকা। উপস্থিত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হয়ে যান। স্কুল পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করেন শিক্ষকরা। কোনও সমস্যা হবে না বলেই অভয়বাণী দেন শিক্ষকরা। তারপরই পরীক্ষা দিতে শুরু করে পড়ুয়ারা। এই ঘটনার খবর দ্রুত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নজরে আসে। পর্ষদের কর্মকর্তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে। বর্তমানে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। পরীক্ষা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন পরীক্ষা সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয় এবং দুপুর ২ টোয় শেষ হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাতে সহজে এবং নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে, সেই ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে সপ্তাহের কর্মব্যস্ত দিনে যখন সাধারণত রাস্তাঘাটে যানজট থাকে, সেই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত বাস এবং পরিবহণ ব্যবস্থার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। আবার হাতির আনাগোনা রয়েছে এমন এলাকার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

বাইক ও মালবাহী চারচাকার মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ২, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়িবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাইক ও মালবাহী চারচাকার মুখোমুখি সংঘর্ষ। খড়িবাড়ির ডন্ডাঝাড় এলাকার রাজ্য সড়কে মৃত ২, আহত আরও ১। জানা গেছে, খড়িবাড়ি থেকে চটহাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল মোটরসাইকেল। উল্টোদিকে আসছিল মালবাহী চারচাকা। রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা হলে ছিটকে পড়ে বাইক চালক ও আরোহী। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় পাল্টে যায় চারচাকা মালবাহী গাড়ি। পরে ২ বাইক চালক ও আরোহীকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হলে মৃত্যু ২ জনের। মৃতরা সম্পর্কে জামাইবাবু ও শ্যালিকা। অন্যদিকে ঘটনায় জখম হয়ে পলাতক হন চালচাকার চালক। মৃতরা হল রাজন বর্মণ এবং সঙ্গীতা সিংহ। দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

অরিজিত সিং-এর বাড়িতে হাজির বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বলিউডের প্রখ্যাত 'প্লেব্যাক' গায়ক অরিজিত সিং-এর 'মান ভাঙাতে' এবার সটান তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে গেলেন বলিউডের 'চকলেট হিরো', আমির খান। সুদূর মুম্বাই থেকে রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত জিয়াগঞ্জে এসে পৌঁছান আমির খান। সূত্রের খবর রবিবার রাতে অরিজিত-এর বাড়িতেই ছিলেন আমির খান। সোমবারও অরিজিত-এর জিয়াগঞ্জের গানের স্টুডিওতে আমির খানকে ঢুকতে দেখেছেন অনেকেই। জিয়াগঞ্জ শহরে গাড়ি করে আমির খানের প্রবেশ এবং অরিজি সিং-এর স্টুডিওতে যাওয়ার ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত ঘোষ জিয়াগঞ্জ শহরে আমির খানের আসার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন, আমি জানতে পেরেছি রবিবার রাতে আমির খান অরিজিত- এর বাড়িতে এসেছেন এবং রাতে তাঁর বাড়িতেই বিখ্যাত এই অভিনেতা ছিলেন। সোমবার দুপুর পর্যন্ত আমির খান, অরিজিত-এর বাড়ি এবং গানের স্টুডিওতে রয়েছেন বলে আমি জানতে পেরেছি। আজ সন্ধ্যে নাগাদ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে আমির খানের চলে যাওয়ার কথা রয়েছে। দু'জনের মধ্যে বিস্তারিত কী আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়ে এখনও আমি কিছু জানতে পারিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে অরিজি-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য এড শিরান , সেলিম মার্চেন্টের মতো গায়ক - সুরকাররা অরিজিত- এর জিয়াগঞ্জের বাড়িতে এসেছেন। মাত্র ছ'দিন আগে অরিজিত 'ফ্যান'দেরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় জানিয়ে দেন তিনি আর 'প্লেব্যাক' গায়ক হিসেবে নতুন কোনও এসাইনমেন্ট নেবেন না। নিজের প্লেব্যাক সঙ্গীত যাত্রায় ইতি টানেন অরিজি। তিনি লেখেন, এই যাত্রা সত্যি দুর্দান্ত ছিল। অরিজিত-এর সংক্ষিপ্ত বার্তা মুহূর্ত ভাইরাল হয়ে যায়। দেশ জুড়ে হয়ে অরিজিত -এর অসংখ্য অনুরাগীরা তাঁকে অনুরোধ করেন এই সিদ্ধান্ত যেন তিনি না নেন। অরিজিত- এর হৃদয় দোলানো কন্ঠে আসমুদ্র হিমাচল মাতোয়ারা। সকলেই তাঁকে 'প্লেব্যাক' গান চালিয়ে যাবার অনুরোধ করেছেন। প্রসঙ্গত অরিজিত সিং, আমির খানের হয়ে 'দঙ্গল' এ 'লাল সিং চাড্ডা' সিনেমায় বেশ কয়েকটি হিট গান গেয়েছেন। নিজের একাধিক ইন্টারভিউতে বলিউডের চকলেট হিরো আমির খান, অরিজিত সিং-এর গানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার

কথা জানিয়েছেন। অনেকেই মনে করছেন 'প্লেব্যাক' গানের জগতের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' অরিজিত সিং-এর 'সন্ন্যাস' আটকানোর জন্য সুদূর মুম্বাই থেকে ছুটে এসেছেন বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান। এখন সকলেরই নজর রাখছেন অরিজিত সিং স্টুডিওতে বসে আমির খান জিয়াগঞ্জ শহরের 'সমু'কে তাঁর 'প্লেব্যাক' গান না গাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে রাজি করাতে পারেন কিনা।

দুর্গাপুরের ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে ক্রিকেট পরিকাঠামো গড়বে সিএবি, বড় ঘোষণা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গাপুরের ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে বিশ্বমানের ক্রিকেট পরিকাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব নিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)। এর জন্য আয়োজক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না। রবিবার দুর্গাপুর স্পোর্টস কার্নিভালের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই বড় ঘোষণা করলেন সিএবি সভাপতি তথা ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর এই ঘোষণায় শিল্পশহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারি থেকে দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের উদ্যোগে ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছিল এই মেগা স্পোর্টস কার্নিভাল। ২১ কিমি ম্যারাথনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই উৎসবে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, কবাডি, খো- খো, অ্যাথলেটিক্স সহ ১৩৫টি ভিন্ন ইভেন্টে কয়েক হাজার প্রতিযোগী অংশ নেন। রবিবার কার্নিভালের শেষ দিনে সৌরভের উপস্থিতি ঘিরে শহরজুড়ে ছিল প্রবল উন্মাদনা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং উদ্যোক্তা সন্দীপ দে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌরভ বলেন, ভগৎ সিং স্টেডিয়ামের বিশাল এলাকা এবং এখানকার খেলাধূলার পরিবেশ দেখে আমি আপ্লুত। এখান থেকে যাতে জাতীয় মানের ক্রিকেটার উঠে আসতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস উইকেট, ম্যাচ উইকেট এবং অত্যাধুনিক ড্রেসিংরুম-সবকিছুই সিএবি নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি করে দেবে। এর সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে সংস্থা।

জমি বিবাদের জেরে! কাকার উপর ছুরিকাঘাত, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ভাইপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর (১) ব্লকের সাহাপুর (২) পঞ্চায়েতের শ্রীপুর বাজার এলাকায় রবিবার রাতের অন্ধকারে ঘটে গেছে এক ভয়াবহ ঘটনা। জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহ এমন আকার ধারণ করে যে, শেষ পর্যন্ত বড় ভাইয়ের ছেলে তাঁর কাকার ওপর ছুরি চালান। আহত কাকা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এই ঘটনায় স্থানীয় ও প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরবর্তী তল্লাশির মধ্যে অভিযুক্ত ভাইপোসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দৃষ্টিতে এটি একটি স্পষ্ট পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে সংঘর্ষ। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিহত সুজিত রায় স্থানীয় শ্রীপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ধৃত অধীর রায় এবং তাঁর দুই ছেলে অপূর্ব রায় ও অভয় রায়ও একই এলাকায় বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ বিদ্যমান ছিল। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় তিন শতক জমি দখল সংক্রান্ত বিবাদ কমল রায় এবং অধীর রায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। রবিবার রাতের আগে পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ তর্ক-বিতর্কের পর্যায়ে উত্তেজনা মারাত্মক আকার ধারণ করে। জানা যায়, রবিবার রাতে বাড়ির উঠোনে দুই পরিবারের মধ্যে তর্কের এক পর্যায়ে অপূর্ব রায় কাকা সুজিত রায়ের ওপর আকস্মিকভাবে ছুরি চালান। ঘটনাস্থলেই সুজিত রায় প্রাণ হারান। এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর অভিযুক্তরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তবে রাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্তরা কোথায় লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করে। অভিযান শেষে অপূর্ব রায় সহ আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইসলামপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানান, খুনের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : BX/091/158/015/25-26/APAS (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of road surface with allied work near Premises Nos. 10/10, 10/14 Jagannath Ghosh Road etc. in Ward No.-091 under BR-X (ID - APAS/01/149/158/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,09,548.17.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Time of completion: **35 days.**

(2) NIT No. : BX/091/182/36/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of road surface with allied work at 4/55/1, 4/1A Jahura Bazar Lane etc. in Ward No.-091, BR-X (ID - APAS/01/149/182/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,38,113.99.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Time of completion: **35 days.**

(3) NIT No. : BX/091/150/34/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of road surface at 243D, 237/4, 237/1, 296A, 248, 243E B.B. Chatterjee Road etc. in Ward No.-091, BR-X (ID - APAS/01/149/150/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **3,67,313.59.** Earnest money: ₹ **7,400.00.** Time of completion: **35 days.**

(4) NIT No. : BX/091/153/32/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of road surface near Premises Nos. 22, 36, 25, 37A Kumar Para Lane etc. in Ward No.-091 under BR-X (ID - APAS/01/149/153/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,56,101.43.** Earnest money: ₹ **3,200.00.** Time of completion: **35 days.**

(5) NIT No. : BX/091/160/37/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of road near Premises Nos. 16, 37C Banerjee Para Lane etc. in Ward No.-091 under BR-X (ID - APAS/01/149/160/0003).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,92,607.36.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Time of completion: **35 days.**

(6) NIT No. : BX/091/159/35/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at 23A, 23C, 23 Jagannath Ghosh Road etc. in Ward No.-091, BR-X (ID - APAS/01/149/159/0004).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,99,232.80.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Time of completion: **35 days.**

(7) NIT No. : BX/091/153/33/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrines (Uttaran) at 40, 22, 25 Kumar Para Lane etc. in Ward No.-091, BR-X (ID - APAS/01/149/153/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,47,844.63.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **35 days.**

(8) NIT No. : BX/091/168/31/25-26/APAS
Name of the work: **Maintenance of road with allied work near Premises Nos. 36/4, 44/1, 33/1, 83D, 9A, 47/1 Sarat Ghosh Garden Road etc. in Ward No.-091, BR-X (ID - APAS/01/149/168/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **3,14,144.67.** Earnest money: ₹ **6,300.00.** Time of completion: **35 days.**

(9) NIT No. : BX/091/174/022/25-26/APAS (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of sanitary latrine at 80 Bosepukur Road in Ward No.-091, BR-X (ID - APAS/01/149/174/0004).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,17,072.34.** Earnest money: ₹ **2,400.00.** Time of completion: **35 days.**

(10) NIT No. : X/089/035/2025-2026 (3rd Call)
Name of the work: **Development of passage with other allied works near Pathik Pukur in Ward No.-089, BR-X.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **3,49,542.57.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Time of completion: **90 days.**

(11) NIT No. : X/095/065/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of asphaltum road near 2/40, 2/43, 2/1, 2/7 Azadgarh etc. in Ward No.-95, BR-X (Scheme ID - APAS/01/152/54/0003).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,45,762.88.** Earnest money: ₹ **4,920.00.** Time of completion: **45 days.**

(12) NIT No. : X/096/56/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of road surface including allied work near 93D, 109, 81, 92 Regent Estate etc. in Ward No.-096, BR-X (APAS ID - APAS/01/150/226/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,34,021.86.** Earnest money: ₹ **4,685.00.** Time of completion: **45 days.**

(13) NIT No. : X/096/53/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Cleaning and mending of drainage system near 72D Ibrahimpur Road etc. in Ward No.-096, BR-X (APAS ID - APAS/01/150/211/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,52,385.87.** Earnest money: ₹ **5,050.00.** Time of completion: **45 days.**

(14) NIT No. : X/096/43/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of drainage system near 10/56 Bijoygarh etc. in Ward No.-096, BR-X (APAS ID - APAS/01/150/220/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,30,973.06.** Earnest money: ₹ **4,620.00.** Time of completion: **45 days.**

(15) NIT No. : X/096/51/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of road including allied work near 20/1A Ibrahimpur, 60 Jadavpur East Road in Ward No.-096, BR-X (APAS ID - APAS/01/150/208/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,56,957.13.** Earnest money: ₹ **5,140.00.** Time of completion: **45 days.**

(16) NIT No. : X/096/48/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Development of road with allied works near 2/119, 2/70A, 2/116 Bijoygarh in Ward No.-096, BR-X (APAS ID - APAS/01/150/240/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **4,93,844.14.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Time of completion: **45 days.**

(17) NIT No. : X/095/084/2025-2026 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of paver block footpath & asphaltum road disturb due to laying of CESC Cable near Central Park, Golf Green in Ward No.-95, Borough-X.** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,23,126.21.** Earnest money: ₹ **4,470.00.** Time of completion: **60 days.**

(18) NIT No. : X/096/54/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of sewerage system near 2/188, 2/149, 2/164, 2/201, 2/177 Bijoygarh etc. in Ward No.-096, BR-X (APAS ID - APAS/01/150/240/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,78,237.90.** Earnest money: ₹ **5,570.00.** Time of completion: **45 days.**

(19) NIT No. : X/092/091/2025-2026/APAS
Name of the work: **Levelling of road surface near Premises No. 20M Dhakuria Station Lane etc. in Ward No.-092, BR-X (Scheme ID - APAS/01/149/190/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,60,737.40.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Time of completion: **50 days.**

(20) NIT No. : X/092/093/2025-2026/APAS
Name of the work: **Levelling of road surface near Premises No. 2/1A Gariahat Road (South) etc. in Ward No.-092, BR-X (Scheme ID - APAS/01/149/207/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,86,040.31.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Time of completion: **50 days.**

(21) NIT No. : X/092/085/2025-2026/APAS
Name of the work: **Desilting of existing drainage network and other allied work near Premises Nos. 24/A, 25A, 63/A, 8B Tanupukur Road etc. in Part No.-205, Ward No.-092, BR-X (Scheme ID - APAS/01/149/205/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,18,169.64.** Earnest money: ₹ **2,400.00.** Time of completion: **50 days.**

(22) NIT No. : X/092/073/2025-2026/APAS
Name of the work: **Mending of existing drainage system near Premises Nos. 63H, 2/2A/B, 63L, 6 No. Selimpore Lane etc. in Ward No.-092, BR-X (Scheme ID - APAS/01/149/211/0001).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,98,531.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Time of completion: **50 days.**

(23) NIT No. : X/081/151/2025-2026/APAS
Name of the work: **Mending of road surface near 22/1 D.H. Road (Majherhat Colony) etc. in Ward No.-81, BR-X (Scheme ID - APAS/01/160/2/0003).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **3,98,403.59.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(24) NIT No. : X/099/120/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Development of road by laying kerb & channel stone near 4/101 Vidyasagar Colony etc. in Ward No.-099, BR-X (APAS/01/150/275/0002).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,87,974.41.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(25) NIT No. : X/094/078/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of asphaltum road along with repairing of pavement at Premises No. 38 Golf Club Road, 41 to 66 Uday Sankar Sarani etc. in Ward No.-094, BR-X (Scheme ID - APAS/01/152/11/0001).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,21,359.23.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(26) NIT No. : X/094/077/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of asphaltum road at Premises Nos. 45, 73/31, 36 Golf Club Road etc. in Ward No.-094, BR-X (Scheme ID- APAS/01/152/13/0001).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,16,532.68.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(27) NIT No. : X/094/069/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of Colony passages and road at Premises Nos. 3/8, 3/21 to 3/31 R.P. Colony etc. in Ward No.-094, BR-X (Scheme ID - APAS/01/152/24/0001).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,87,633.80.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(28) NIT No. : X/094/065/2025-2026/APAS (3rd Call)
Name of the work: **Maintenance of Colony passages along with asphaltum road at Premises Nos. 1/73 to 1/75, 1/12A & 1/84 to 1/87 R.P. Colony etc. in Ward No.-094, BR-X (Scheme ID - APAS/01/152/17/0001).** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,87,707.12.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(29) NIT No. : X/092/101/2025-2026/APAS
Name of the work: **Levelling of road surface near Premises No. 72/1A Bank Colony, 3B A.T. Chatterjee Road etc. in Ward No.-092, BR-X (Scheme ID - APAS/01/149/191/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **2,17,182.20.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Time of completion: **50 days.**

(30) NIT No. : X/092/102/2025-2026/APAS
Name of the work: **Improvement of concrete passage near Premises No. 16D/1 K.P. Roy Lane etc. in Ward No.-092, BR-X (Scheme ID - APAS/01/149/216/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,18,861.41.** Earnest money: ₹ **2,400.00.** Time of completion: **50 days.**

(31) NIT No. : X/093/256/2025-2026/APAS
Name of the work: **Mending of drainage system near Premises No. 400A/1, P.A. Shah Road etc. in Part No.-256, Ward No.-093, BR-X (Scheme ID - APAS/01/160/256/0002).** Estimated value (including GST and CESS): ₹ **1,91,097.26.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Time of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **10.02.2026 - 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 31).** Date and time of opening of bid: **12.02.2026 - 5 P.M. (For Sl. No. 1 to 31).** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2026 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 31).** The websites: **https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 1 to 9)** and **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 10 to 31).**
(2134/25-26)

ড্রোনের বিরুদ্ধে জালযুদ্ধ! মাছ ধরার জালেই রুশ হামলা রুখতে চাইছে ইউক্রেন, সড়ক সুরক্ষায় জেলেনস্কির নয়া কৌশল

কিয়েভ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাশিয়ার লাগাতার ড্রোন হামলার মোকাবিলায় একেবারেই অভিনব কৌশল নিয়েছে ইউক্রেন। আধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পাশাপাশি এবার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে মাছ ধরার জাল। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স।ক, সামরিক সরবরাহ রুট এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিকে রুশ ড্রোনের হামলা থেকে বাঁচাতে এই অপ্রচলিত কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি প্রয়োগ করছে ইউক্রেনীয় সেনা। এমনটাই দাবি করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর এক রিপোর্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেনমার্ক, সুইডেন-সহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা বাতিল মাছ ধরার জাল ব্যবহার করছে ইউক্রেন। মূলত সমুদ্রে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে প।। এই জালগুলিই নতুন রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগানো হচ্ছে। ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী গত বছর থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে এই কৌশল প্রয়োগ শুরু করে। ধীরে ধীরে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় এখন ব। পরিসরে এই জাল বসানো হচ্ছে। রুশ সেনার অন্যতম প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে ড্রোন। নজরদারি, বোমা নিক্ষেপ থেকে শুরু করে আত্মঘাতী হামলা-সব ক্ষেত্রেই ড্রোন ব্যবহার করছে রাশিয়া। বিশেষ করে ইউক্রেনের যে সব স।ক দিয়ে সমরাস্ত্র, রসদ ও সেনা পরিবহণ করা হয়, সেগুলি রুশ ড্রোনের প্রধান নিশানায় পরিণত হয়েছে। এই কারণেই ওই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স।কের দু'পাশে উঁচু করে মাছ ধরার জাল ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিএনএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই জাল মূলত দু'ভাবে কাজ করছে। প্রথমত, আত্মঘাতী ড্রোন জালে আটকে গিয়ে বিস্ফোরণের আগেই নিষ্ক্রিয় হয়ে প।ছে। দ্বিতীয়ত, নজরদারি বা বোমা বহনকারী ড্রোন জালে জ।য়ে প।য় সহজেই সেগুলিকে শনাক্ত করে গুলি করে নামানো যাচ্ছে। ফলে ব।স। ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। শুধু সামরিক স।কই নয়, ইউক্রেনের সেনাঘাঁটি, হাসপাতাল এবং এমনকি বেসামরিক এলাকাগুলিও রুশ ড্রোন হামলার শিকার হচ্ছে নিয়মিত। এই পরিস্থিতিতে অসামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকেও সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। কোথাও ইস্পাতের খুঁটির সঙ্গে, কোথাও আবার গাছের সাহায্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।

সুচিকিৎসা
মাসিক পত্রিকা

ভারত উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীল অর্থনীতির পথে

নয়দিল্লি,১ ফেব্রুয়ারিঃ মূল বিষয়সমূহ-- ২০২৭ অর্থবর্ষে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার হতে চলেছে ৭.২- মুদ্রাস্ফীতিতে ঐতিহাসিক ঘাটতি, এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০২৫-এ ১.৭- এই প্রবৃদ্ধিতে সমস্ত ক্ষেত্রের অবদান রয়েছে- আর্থিক অবস্থানের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতায়ন- মানুষের আর্থিক অবস্থান ইতিবাচক ভূমিকা-২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত শক্তিশালী অর্থনৈতিক গতি নিয়ে প্রবেশ করেছে। স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি, ধারাবাহিক নীতি সহাযতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত কর্মক্ষমতা এই গতি ধরে রেখেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও দেশের অর্থনীতি স্থির রয়েছে। প্রবৃদ্ধি দৃঢ়, মুদ্রাস্ফীতি ঐতিহাসিকভাবে কম, শ্রমবাজার উন্নত এবং বৈদেশিক ও আর্থিক সুরক্ষা আরও মজবুত হয়েছে। সমন্বিত রাজস্ব, মুদ্রানীতি ও কাঠামোগত নীতির ফলে সামষ্টিক স্থিতি বজায .থেকেছে এবং বিনিযো়গে, ভোগ ও অন্তর্ভুক্তি একসঙ্গে এগিয়েছে। বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটি অর্থনীতির ছবি তুলে ধরে, যেখানে আগের অর্জনগুলি সংহত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি আরও শক্ত হচ্ছে। অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা, প্রবৃদ্ধির মূলেঃ জিডিপি ও চাহিদা- ভারতের প্রবৃদ্ধি এখনও শক্তিশালী। সামষ্টিক ভিত্তি দৃঢ় এবং চাহিদার গতি বিস্তৃত। প্রথম অগ্রিম হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি পেতে পারে প্রায় ৭.৪ শতাংশ, এবং মোট মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পেতে পারে প্রায় ৭.৩ শতাংশ। শক্তিশালী কৃষি ফলনের ফলে, গ্রামীণ আয় ও ভোগ বেড়েছে। কর কাঠামোর যুক্তিসংগত সংস্কারের কারণে শহুরে চাহিদাতেও উন্নতি হযেছে। এর ফলে ভোগের পরিসর আরও বিস্তৃত হযেছে। ভারতের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ধরা হচ্ছে প্রায় ৭ শতাংশ। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার থাকতে পারে ৬.৮ থেকে ৭.২ শতাংশের মধ্যে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ কঠিন হলেও মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির সক্ষমতা স্থিতিশীল রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির ধারা ও ভবিষ্যৎ-ভারত ভোক্তা মূল্যসূচক চালু হওয়ার পর থেকে সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতির হার নথিভুক্ত করেছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর সময়কালে গড় মুদ্রাস্ফীতি ছিল মাত্র ১.৭ শতাংশ। খাদ্য ও জ্বালানির দামে সামগ্রিক পতন এই প্রবণতাকে শক্ত করেছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে ২০২৪ সালের তুলনায .২০২৫ সালে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কমার হার ছিল অন্যতম সর্বোচ্চ, প্রায় ১.৮ শতাংশ পযে.ট। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে রিজার্ভ ব্যাংক ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস ২.৬ শতাংশ থেকে কমিযে.২.০ শতাংশ করেছে। ভাল খরিফ ফলন ও রবি চাষের অগ্রগতি এতে সহায়ক হযেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ২.৮ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৪.০ শতাংশ হবে বলে অনুমান করেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মুদ্রাস্ফীতি থাকতে পারে যথাক্রমে ৩.৯ শতাংশ ও ৪ শতাংশ। আগামী দিনে সরবরাহ পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় এবং জিএসটি হারের যুক্তিসংগত সংস্কারের প্রভাব ধীরে ধীরে কার্যকর হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির দৃষ্টিভঙ্গি মোটের উপর স্বস্তিদায়ক থাকবে। প্রবৃদ্ধির প্রধান ক্ষেত্রসমূহ- কৃষিঃ গ্রামীণ চাহিদার ভরকেন্দ্র,কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ভারতের প্রবৃদ্ধিতে স্থিতি বজায. রাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সুরম্য ছন্দনিকেতনের ছন্দ সংলাপ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি , কলকাতাঃ শুক্রবার তপন থিয়েটারে সুরম্য ছন্দনিকেতনের আয়োজনে ব্যারাকপুর প্রয়াস নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভাষা ছন্দসংলাপ উৎসব অনুষ্ঠিত হল । বদরপুর থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় তাদের সাড়া জাগানো নাটক আইডেন্টিটি এবং ব্যারাকপুর প্রয়াস নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় লজেন্স কাকু দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হল। দুটি নাটক উপস্থিত দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে।এই অনুষ্ঠানে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে আবৃত্তি পরিবেশন করলেন শিশু শিল্পী হৃয়াংশী গোস্বামী, অচিন্ত্যকুমার মজুমদার, মিনু রায় এবং সীমন্তিকা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করা হয় শিলচর রুপম সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাল, বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন এর কর্ণধার ডঃ রাধাকান্ত সরকার, শ্রুতি নাটক, আবৃত্তি শিল্পী তথা দূরদর্শনের অবসরপ্রাপ্ত প্রযোজক ডঃ অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রগ্রাহক হিমাদ্রি পাল,নাট্য পরিচালক রূপক রক্ষিত ও রণধীর রায়, সাংবাদিক সৌরভ দত্ত, প্রকাশক আনন্দ মণ্ডল এবং বিশিষ্ট সংগঠক রীতেশ ঘোষ ও অপর্ণা ঘোষ প্রমুখকে । সুরম্য ছন্দনিকেতনের কর্ণধার ডঃ দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের লেখা এক মলাটে দশটি শ্রুতিনাটক ও গৌতম চক্রবর্তী বাংলা ভাষান্তর এডওয়ার্ড লিয়ারের লা লা লিমেরিক সংকলন উন্মোচিত হয়।

নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোসব পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শনিবার নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথির উপলক্ষে নগর সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা হয়। ঠাকুরপুকুরের গোপাল'স গার্ডেন ভক্তি কুটিরের ছাত্রছাত্রীরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজন ও লীলাকাহিনীও পরিবেশন করেন।সংগঠনের লক্ষ্য , শিশুদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, যাতে তারা আগামী দিনের জন্য একটি উন্নত বিশ্ব গড়তে পারে। স্কুল পাঠ্যক্রম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

CHANGE OF NAME

I,MOHAMMED ISRAR (OLD NAM) S/O SHAFIUR RAHMAN , RESIDING AT , 2,DAMZEM LANE KOLKATA - 700073, W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ,MD ISRAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE LD. JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT CALCUTTA 22/01/26,(SL. NO - 1988) MD ISRAR (NEW NAME) AND ,MOHAMMED ISRAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I, Mosrot Ali Sk, Sk Mosrot Ali (old name) Son of Sekh Sadrealam, residing at Ukhrid Mallik Para, P.O -Ukhrid P.S-Khandaghosh, Purba Bardhaman Pin-713142, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Masrat Ali (new name), as declared before the Ld. Executive Magistrate at Burdwan, vide an affidavit no-30,240 dated 08/01/2026. Mosrot Ali Sk, Sk Mosrot Ali (old name) and Sk Masrat Ali (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prokash Roy (old name) Son of Lalit Mohan Roy, residing at BG 142/1, Hanapara Jorakhana, Rajarhat Gopalpur(m), Krishnapur, North 24 Parganas Pin-700102, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prakash Chandra Roy (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 02/02/2026. Prokash Roy (old name) and Prakash Chandra Roy (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abir Roy (old name) Son of Prakash Chandra Roy, residing at BG 142/1, Hanapara Jorakhana, Rajarhat Gopalpur(m), Krishnapur, North 24 Parganas Pin-700102, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abir Kumar Roy (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 02/02/2026. Abir Roy (old name) and Abir Kumar Roy (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,KRISHNA DUTTA (OLD NAME) W/O RUPAN DUTTA , RESIDING AT , 212/ NEW BAGDIPARA ROAD MANASATALA, P. O - HALISAHAR,N.24. PGS - 743134 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA DUTTA BISWAS (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 02/02/26,KRISHNA DUTTA BISWAS (NEW NAME) AND ,KRISHNA DUTTA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I,RANI BIBI (OLD NAM) W/O KHURSHID ALAM, RESIDING AT , 16/H/3 BRIGHT STREET JHOWTALA ROAD VTC - CIRCUS AVENUE S.O , KOLKATA - 700017, W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANI BEGUM (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 02/02/26,RANI BEGUM (NEW NAME) AND ,RANI BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I, Tridib Kumar Dutta S/O- Shambhunath Dutta resident of Vill + P.O.- Mathrun, P.S.- Mongalkote, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Tridib Kumar Dutta to Tridib Dutta and shall henceforth be known as 'TRIDIB DUTTA' in all purpose vide affidavit No 23, sworn before the S.D.E.M., Katwa on 13/10/2015. That Tridib Kumar Dutta and Tridib Dutta both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Hakim (Old Name) S/O– Md Kajem Ali Sk residing at Vill-Nashipur , PO & PS-Islampur , Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Hakim to Abdul Hakim and henceforth I shall be known as Abdul Hakim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/02/2026. My name Abdul Hakim & Md Abdul Hakim both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nakbar Sk (Old Name) S/O–Musha Sk residing at Vill-Mominabad , PO-Kanfala , PS-Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742181 do hereby declared that I have changed my name from Nakbar Sk to Nekbar Sk and henceforth I shall be known as Nekbar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/02/2026. My name Nekbar Sk & Nakbar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Khaled Ahamed (Old Name) S/O–Late- Kamal Md Abdullah resident of Vill-10 Cossimbazar Road , Po- Cossimbazar Raj, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Khaled Ahamed to Khaled Ahmed and henceforth I shall be known as Khaled Ahmed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/10/2025. My name Khaled Ahamed & Khaled Ahmed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,ITA DAS (OLD NAM) W/O SANJIB DAS, RESIDING AT , VILL- KHORDAKULBERIA,P.O - BERABARI, P.S - BAGDAH, N. 24.PGS. - 743270, W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GITA DAS (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 02/02/26,GITA DAS (NEW NAME) AND , ITA DAS (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I, Rita Parekh (old name) wife of Mitesh Parekh, residing at 90A, Bakul Bagan Road, Kolkata – 700025, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rita Mitesh Parekh (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 26 dated 30/01/2026. Rita Parekh (old name) and Rita Mitesh Parekh (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MD SAFIUDDIN MOLLA S/O YASIN MOLLA residing at Baneswarpur, Dist-South 24 Parganas-743513, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SAFIUDDIN MOLLA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 02/02/2026. MD SAFIUDDIN MOLLA and SAFIUDDIN MOLLA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, PRASENJIT KUMAR SAHA & PRASENJIT SAHA (old name) S/O - ASWINI KUMAR SAHA residing at BS ROAD PS - ENGLISHBAZAR PO& DIST - MALDA PIN - 732101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from PRASENJIT KUMAR SAHA & PRASENJIT SAHA (old name) to PROSENJIT KUMAR SAHA (new name) and henceforth, I shall be Known as PROSENJIT KUMAR SAHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 02/02/2026. PROSENJIT KUMAR SAHA (new name) & PRASENJIT KUMAR SAHA & PRASENJIT SAHA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK SABARUDDIN S/o Idrish Ali residing at Vill. Shripatipur Bhattacharya Para, P.O. Sheakhala,.P.S. Haripal, Dist-Hooghly, Pin-712706 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name SK SABARUDDIN instead of SK SAHABUDDIN, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Hooghly Sadar dated on 29/01/2026. SK SABARUDDIN and SK SAHABUDDIN all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ambreen Saeed (old name) w/o Md Nasir Younus, D/o Late Mohamad Yahya of 31, Beck Bagan Row, P.O. Circus Avenue, Kolkata-700 017 do hereby declare that I have change my name and shall henceforth be known as Ambreen Nasir vide an affidavits no. 58 dated. 02.02.2026. sworn before the court of Ld. Judicial Magistrate(1st class) at Calcutta. Ambreen Saeed and Ambreen Nasir both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Mohammad Shefauddin (old name) S/O Md Bainuddin Ahmed resident of Vill & PO Kuchiamora PS Domkal Dist Murshidabad West Bengal Pin 742303 do hereby declared that I have changed my name form Mohammad Shefauddin to Md Shefauddin and henceforth I shall be known as Md Shefauddin (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/02/2026.My name Md Shefauddin & Mohammad Shefauddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ambreen Nasir w/o Md Nasir Younus, D/o Late Mohamad Yahya of 31, Beck Bagan Row, P.O. Circus Avenue, Kolkata-700 017 do hereby solemnly affirm and declare that my father's name is Md Yahya Saeed instead of Md Yahya and Mohamad Yahya which has been recorded in his aadhaar card and Mohamad Yahya which has been recorded in his death certificate and voter card vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Calcutta no. 59 dated 02.02.2026 Md Yahya Saeed, Md Yahya and Mohamad Yahya (deceased) all are same and One identical person.

CHANGE OF NAME

I Mohammad Bainuddin Ahmed (old name) S/O Mayejuddin Mondal resident of VILL & PO Kuchiamora PS Domkal Dist Murshidabad West Bengal Pin 742303 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Bainuddin Ahmed to Md Bainuddin Ahmed and henceforth I shall be known as Md Bainuddin Ahmed (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary publici Berhampore court on 02/02/2026.My name Md Bainuddin Ahmed & Mohammad Bainuddin Ahmed both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Shahnaaz Begum (Old Name) W/o Sk Badruddin D/o Sk Kashim Residing at 376/2, Sarat Chatterjee Road, District - Howrah, Pin - 711103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaj Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-01-2026. Shahnaaz Begum (Old Name) and Shahnaj Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Badruddin (Old Name) S/o Sk Hamid Residing at 376/2, Sarat Chatterjee Road, District - Howrah, Pin - 711103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Badruddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-01-2026. Md Badruddin (Old Name) and Sk Badruddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Barnali Das, Barnali Chowdhury (Old Name) W/o Susanta Chowdhury Residing at 5/A/5, Bir Ananta Ram Mondal Lane, Baranagar, District - Kolkata, Pin - 700090 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Barnali Das Chowdhury (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 200222 Dated 01-11-2025. Barnali Das, Barnali Chowdhury (Old Name) and Barnali Das Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Oindrella Doctor, Oiwdrella Doctor (Old Name) W/o Dhrubojyoti Benedict Gomes Residing at BL-A, 3rd Floor, FL-3A, 26, Nalta School Lane, District - Kolkata, Pin - 700028, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Oindrella Priyanka Doctor Gomes (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 16097 Dated 08-10-2025. Oindrella Doctor, Oiwdrella Doctor (Old Name) and Oindrella Priyanka Doctor Gomes (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Faruque Mandal, Omar Faruk Mandal (Old Name) S/o Majinur Mondal Residing at Vtc - Mahatpur, P.o - Ambikapur Mamudpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743251, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Omar Faruk Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 87/2026 Dated 02-02-2026. Faruque Mandal, Omar Faruk Mandal (Old Name) and Omar Faruk Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Syed Maruf Naoyaz (Old Name) S/o Late Taoyakullur Saiyad Residing at Vill+P.o - Aymapaharpur, P.s - Tarakeswar, District - Hooghly, Pin - 712401, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Syed Maruf Nawaz (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 91/2026 Dated 02-02-2026. Syed Maruf Naoyaz (Old Name) and Syed Maruf Nawaz (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Paresh Ghosh (Old Name) S/o Late Gouranga Chandra Ghosh Residing at 22/1, Khetra Mitra Lane, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Paresh Chandra Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-02-2026. Paresh Ghosh (Old Name) and Paresh Chandra Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pinaki Ranjan Kunar (Old Name) S/o Netai Chand Kunar Residing at Gumai, P.o - Kapasda, P.s - Sabang, District - Paschim Medinipur, Pin - 721144, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Pinaki Ranjon Kunar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-02-2026. Pinaki Ranjan Kunar (Old Name) and Pinaki Ranjon Kunar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sampita Ghosh Roy Basak (Old Name) D/o Gour Gopal Basak Residing at FM-18/4, Jyangra South Math, Sarada Pally, Rajarhat Gopalpur (M), P.o - Jyangra, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sampita Basak (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 86/2026 Dated 02-02-2026. Sampita Ghosh Roy Basak (Old Name) and Sampita Basak (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asuda Bibi (Old Name) W/o Abdus Salam Mandal Residing at Dank, Hariharpur Kingkarbati Dank Para, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Asuda Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 90/2026 Dated 02-02-2026. Asuda Bibi (Old Name) and Asuda Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shamsul Haque Shaikh (Old Name) S/o SK. Md. Idris Residing at Vill - Payraura, Dewanbheri, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Shamsul Haque (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 89/2026 Dated 02-02-2026. Shamsul Haque Shaikh (Old Name) and Sk Shamsul Haque (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tajnehar Begum (Old Name) W/o Sk Shamsul Haque Residing at Pairaurah, Dewanbheri, Dewan Bheri, Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Tajun Nahar Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 88/2026 Dated 02-02-2026. Tajnehar Begum (Old Name) and Tajun Nahar Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subrata Kuila (Old Name) S/o Bhanucharan Kuila Residing at 335, Srikhanda Ramkrishna Nagar, Rajpur Sonarpur (M), P.o - Panchpota, District - South 24 Parganas, Pin - 700152, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subrata Kumar Kuila (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-02-2026. Subrata Kuila (Old Name) and Subrata Kumar Kuila (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Momena Bibi (Old Name) W/O–Minarul Hoque resident of Sundipur , - Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Momena Bibi to mamina Bibi and henceforth I shall be known as mamina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/02/2026. My name mamina Bibi & Momena Bibi both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি SK Tayeb Ali, পিতা SK Rostam Ali, ঠিকানা, সেখপাত্ত, চাঁপাডাঙ্গা থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২-৪০১, আমার কিছু নথিতে ভুলবশত SK Toyeb Ali নাম উল্লেখ আছে। গত ২১.০১.২০২৬ তারিখ এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্টেটের আরামবাগ, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে SK Tayeb Ali পরিচিত হইলাম। এখন থেকে SK Tayeb Ali এবং SK Toyeb Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sajahan Sk, my mother's (Old Name) Saharun Bewa residing at Baruya Natunhat , Baruya , Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my mother's name from Saharun Bewa to Sarun Bewa and henceforth my mother's name shall be known as Sarun Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/02/2026. My mother's name Sarun Bewa & Saharun Bewa both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Harun Sk (Old Name) S/O–Ser Ali Sk resident of Vill & P-Rainda , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742187 do hereby declared that I have changed my name from Harun Sk to Hiru Sk and henceforth I shall be known as Hiru Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Lalbagh court on 24/09/2014. My name Hiru Sk & Harun Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Ektar Ali (Old Name) S/O–Alehim Sk resident of Vill-Srikanthapur , Po-Nutangram , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Ektar Ali to Ektar Ali and henceforth I shall be known as Ektar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/02/2026. My name Ektar Ali & Mohammed Ektar Ali Mohammed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Akbar Ali Mohammed (Old Name) S/O–Ektar Ali resident of Vill-Srikanthapur , Po-Nutangram , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Akbar Ali Mohammed to Md Akbar Ali and henceforth I shall be known as Md Akbar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/02/2026. My name Md Akbar Ali & Akbar Ali Mohammed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kuddus (Old Name) S/O–Hossain Ali resident of Vill-Hazaratpur , Po-Hazarat Jalalpur , Ps-Chanchal , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732123 do hereby declared that I have changed my name from Kuddus to Abdul Kuddus and henceforth I shall be known as Abdul Kuddus (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/02/2026. My name Abdul Kuddus & Kuddus both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asif Karim Mir S/o Abutaleb Mir residing at Laskarpara, Sankrail, VTC Manickpur , P.O. Delta Mil, Howrah-711109 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name DOB:-09.08.1999 instead 02.07.1999 of vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Howrah dated on 30/01/2026.

CHANGE OF NAME

I, SAMIMA KHATUN (OLD NAME) Wio KAZI ALTAF HOSSAIN Residing at 25B. Meher Ali Mondal Street, P.S. Ekbalpore, Kolkata - 700027 India. have changed my name and shallhenceforth be known as KAZISHAMIMA HOSSAIN as declared be-fore the Ld. 1st Class Judicial Magis-trate at Alipore, South 24 Pgs Dated22-01-2026. SAMIMA KHATUN andKAZI SHAMIMA HOSSAIN both aresame and one identical person.

CHANGE OF NAME

My (correct name) Sharjahan Bibi, W/O-Late Akatulla Sk, residing at Vill-Raninagar, Po- Radharghat, Ps-Berhampore, Murshidabad recorded in my Aadhar Card being no. 3274-3370-3093 & my Voter I/Card being no. JRG1688951 & My (wrong name) Hajera Bibi recorded in my favour a Gift Deed being no. 8632, dated 23/08/2013, Office at A.D.S.R Berhampore, Mouza- Gopejan, Kh no. 11440, Plot no. R.S.- 101/680, LR-444. 101/681, L.R-432 both are same identical person declared In the Court of Ld. Executive Magistrate (s)./1" Class Berhampore, Murshidabad date on 19/01/2026

CHANGE OF NAME

My (correct name) Sharjahan Bibi, W/O-Late Akatulla Sk, residing at Vill-Raninagar, Po- Radharghat, Ps-Berhampore, Murshidabad recorded in my Aadhar Card being no. 3274-3370-3093 & my Voter I/Card being no. JRG1688951 & My (wrong name) Hajera Bibi recorded in my favour a Gift Deed being no. 8632, dated 23/08/2013, Office at A.D.S.R Berhampore, Mouza- Gopejan, Kh no. 11440, Plot no. R.S.- 101/680, LR-444. 101/681, L.R-432 both are same identical person declared In the Court of Ld. Executive Magistrate (s)./1" Class Berhampore, Murshidabad date on 19/01/2026

নাম পরিবর্তন

আমি Swatilekh Roy, WO Binayak Sen নিশ্চিন্তপুর দুমকা রোড, নগেনবাবুর গলি, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। বিয়ের আগে আমার নাম ছিল Swatilekh Roy যা আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। Binayak Sen কে বিয়ের পর আমি Swatilekh Roy (Sen) নামে পরিচিত হয়েছে। ২৮.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Swatilekh Roy Swatilekh Roy (Sen) এক এবং অভিন্ন।

ইউরোপের সেনা মানেই সন্ত্রাসবাদী! ইরানের সংসদে হুঙ্কার স্পিকারের

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার রবিবার বলেছেন, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র এবার ইউরোপীয় ইউনিযনের সামরিক বাহিনীকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করবে। দেশব্যাপী বিক্ষোভের উপর রক্তক্ষয়ী. দমন-পীড়নের জন্য দেশের আধাসামরিক বিপ্লবী গার্ডকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করে ইউরোপ। যুদ্ধের মেঘ মধ্যপ্রাচ্যে। ইরানের সঙ্গে সামরিক উত্তেজনায় জ।য়েছে আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট সামরিক মহ।। করতে চলেছে আমেরিকা। বায়ুসেনার এই যুদ্ধ মহ।কে নেতৃত্ব দেবে পারমাণু শক্তিচালিত মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন। এই অবস্থায় ফের হুঙ্কার ইরানের। ইউরোপের সামরিক বাহিনীকে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে তুলনা ইরানের নেতৃত্বের। ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার রবিবার বলেছেন, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র এবার ইউরোপীয. ইউনিযনের সামরিক বাহিনীকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করবে। দেশব্যাপী বিক্ষোভের উপর রক্তক্ষয়ী. দমন-পীড়নের জন্য দেশের আধাসামরিক বিপ্লবী গার্ডকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করে ইউরোপ। এরপরেই এই মন্তব্য করেছে ইরান। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মহম্মদ বাঘের কালিবাফের এই ঘোষণা মূলত প্রতীকী হতে চলেছে। ২০১৯ সালের একটি আইনকে হাতিয়ার করে ইরান অন্যান্য দেশের সামরিক বাহিনীকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে।

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN :- L24117WB1998PLC087800

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ- ৬২বি, ব্রাউনফেল্ড রো, প্রথম তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ফোন নম্বরঃ- ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৩৯, ফ্যাক্সঃ- ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৪৯
ইমেল আইডিঃ- contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ- www.hindcon.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(অঙ্ক লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	একক: ত্রৈমাসিক সময়কাল সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫	একক: বছর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ৩১.১২.২০২৫	একক: পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাসের জন্য ৩১.১২.২০২৪	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সময়কাল সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫	একত্রিত: বছর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ৩১.১২.২০২৫	একত্রিত: পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাসের জন্য ৩১.১২.২০২৪
		নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়	নিরীক্ষিত নয়
১।	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১,৩৮২.৪০	৪,৪৯৬.৪২	১,৬১০.৭৩	১,৪৭৯.১১	৪,৫৯৬.৭৯	১,৬১২.৭০
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়াদি বাদে)	৫১.৯০	৩৪০.৭৫	১৮৪.৯৩	৪৩.৩৯	৩২৮.৮৪	১৮৫.৭০
৩।	করপূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়াদি বিবেচনার পর)	৫১.৯০	৩৪০.৭৫	১৮৪.৯৩	৪৩.৩৯	৩২৮.৮৪	১৮৫.৭০
৪।	কর পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ বিষয়াদি সমন্বয়ের পর)	৩৪.১৬	২৪৬.১৮	১৩৭.৫৭	২৪.৫৫	২৩২.২১	১৩৭.৪৮
৫.	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট আয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুনাফা (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৩২.৮৬	২৪৬.৩৭	১৩৬.৫৭	৫২.৮২	২৫৪.০৩	১০৭.৮৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	৭৭০.২২	৭৭০.২২	৭৬৭.২০
৭.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-
৮।	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২/- টাকা মূল্যের শেয়ারের জন্য) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রম উভয়ের জন্য)						
	মৌলিক	০.০৭	০.৪৮	০.২৭	০.০৮	০.৬২	০.৩৫
	লঘু	০.০৭	০.৪৮	০.২৭	০.০৮	০.৬২	০.৩৫

দ্রষ্টব্যঃ
১। উপরেরটি হলো ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের একটি নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি এনএসই-এর ওয়েবসাইট(**www.nseindia.com**)এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **(www.hindcon.com)** উপলব্ধ।
২। উপরের ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সভায় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩। একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানগুলিতে কোম্পানির সহযোগী সংস্থা যেমন হিন্ডকন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ভিশন স্পিড ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এলএলপি-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার মেসার্স হিন্ডকন স্পেশালিটি কেমিক্যালস এলএলপি-এর পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৪। কোম্পানির কোনো ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।
৫। পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃশ্রেণীবদ্ধপুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড-এর জন্য
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

DIN - 00848190

পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনা, আহত ৪ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থেকে কান্দিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়লো চার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পুলিশি সহায়তায় এদের মধ্যে দু'জন ছাত্রকে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও বাকি দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁরা বর্তমানে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহম্মদ আজিম মল্লিক, ইরফান মল্লিক, শামীম শেখ এবং আজিম শেখ নামে ভরতপুর থানার অন্তর্গত জজান কেনারাম উচ্চ বিদ্যালয়ের চার ছাত্র সোমবার সকালে একটি বাইকে চেপে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। জজান মোড়ের কাছে একটি সাইকেলকে পাশ দিতে গিয়ে টোটোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ওই বাইকের। সংঘর্ষের জেরে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে চার ছাত্রই। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের সহায়তায় এদের মধ্যে দু'জন ছাত্রকে তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্র, কান্দির জেমো নরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। বাকি দুই ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি মহম্মদ আজিজ মল্লিক এবং শামীম শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদেরকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা। তাঁর সহযোগিতায় তড়িঘড়ি আহতদের ইউএসজি এবং এক্স-রে করানোর ব্যবস্থা করা হয়। আহত ছাত্ররা যাতে হাসপাতাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেন তাঁরও উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। দুর্ঘটনায় আহত এক ছাত্রীর দিদি রেজিনা বিবি বলেন, আমার ভাই তাঁর তিন বন্ধুর সাথে বাইকে চেপে আজ কান্দির জেমো নরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। একটি টোটোর সঙ্গে তাঁদের বাইকের সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত হয়ে এখন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে আমার ভাই। তাঁর দুই বন্ধুর আঘাত গুরুতর না হওয়ায় তাঁদেরকে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা চাইছি আমার ভাই এবং তাঁর আর এক বন্ধুর আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থাতেই যাতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নইমুউদ্দিন আহমেদ নামে ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, সোমবার সকালে জজান মোড়ে একটি সাইকেলকে পাশ দিতে গিয়ে একটি বাইকের সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এর ফলে বাইকে সওয়ার চার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাকি দু'জন ছাত্রকে পুলিশি তৎপরতায় পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত চার ছাত্রই ভরতপুরের জজান কেনারাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে কান্দির জেমো নরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গত, এবছর মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৮৩টি সেন্টার ও ৭৬ টি সাব সেন্টারে মোট ১৫৯ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। জেলা বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এবছর মুর্শিদাবাদে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৫,৭৪৪ জন। তার মধ্যে ছাত্র ৪১ ৬৬৫ জন ও ছাত্রী ৫৪,০৭৯ জন। মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে রয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। যেকোনও ধরণের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

দুই পরীক্ষার্থীকে সঠিক পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুল করে অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে গিয়েছিল দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জানতে পেরে শেষ মুহূর্তে বাইকে দুই পরীক্ষার্থীকে সঠিক কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন শিলিগুড়ির ট্রাফিক পুলিশ কর্মী। সোমবার ভুল করে নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়েছিল দুই পরীক্ষার্থী। কিন্তু গিয়ে তারা দেখে সেই কেন্দ্রটি তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র নয়। সেখানে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শিলিগুড়ির পুলিশ। তাদের দুজনকে বাইকে করে সঠিক পরীক্ষাকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এ বার রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৪০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৩ জন। এবং ছাত্রী ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬০৬ জন। একজন তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত পরীক্ষার্থীও আছে। মোট ২৬৮২ টি স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ক্যালকুলেটর, স্মার্ট ওয়াচ, ইয়ার প্লাগ ও কোনও রকম ব্লু টুথ নিয়ে যাতে প্রবেশ না করে তা সুনিশ্চিত করছে পুলিশ।

পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের

বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও মনোবল বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পরীক্ষার প্রথম দিন সকালে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে তাঁদের আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানান। মন্ত্রীর এই উদ্যোগে খুশি ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে পড়ুয়ারা। এদিন শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরাই নন, শ্রীরামপুর ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্তানদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদেরও গোলাপ ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেন এবং পরীক্ষার্থীদের মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দেওয়ার বার্তা দেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্রজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই সময়ে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের মানসিকভাবে শক্ত রাখাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগে পরীক্ষাকেন্দ্র চত্বরে তৈরি হয় এক আন্তরিক ও ইতিবাচক পরিবেশ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 'সারথি বনকর্মীরা, দুর্গম এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্রের নজিরবিহীন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলদাপাড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। বনকর্মীদের ছয়লাপ সকাল থেকে এই এলাকাগুলিতে। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ৪০০ জন বনকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গেই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার জেলার বনাঞ্চল এবং প্রান্তিক এলাকা থেকে, নিরাপদ এবং সময়মতো যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চারপাশে বিস্তৃত বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী-সংবেদনশীল অঞ্চলের কারণে, পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য একাধিক বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। বন এবং প্রান্তিক গ্রাম থেকে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিবহনের জন্য বাস এবং যানবাহন চলাচল করছে, বনকর্মীরা থাকছে সেই যানবাহনে। এছাড়াও, বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে গণপরিবহন পরিচালনার জন্য বিশেষ এসকর্ট যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থী এবং যাত্রী উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এই পদক্ষেপগুলি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং জননিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। যাতে ভৌগোলিক বা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের কারণে কোনও শিক্ষার্থী যাতে সুবিধাবঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান জানান, ''পড়ুয়াদের সুরক্ষা সবার আগে। বনকর্মীরা থাকলেও তাঁরা প্রাথমিক ভাবে কোনও বিপর্যয় এলে তা মোকাবিলার কাজ শুরু করবে। আমরা সব সময় সতর্ক রয়েছি।''

দলীয় পতাকা ছেঁড়া ও পোড়ানোর অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দলীয় পতাকা ছেঁড়া ও পোড়ানোর অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলো রামপুরহাটে। ঘটনাটি ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি রামপুরহাটের কুসুম্বা অঞ্চলে। তৃণমূলের অভিযোগ, ৩০ জানুয়ারি তৃণমূলের সভা ছিল। সে কারণে রাস্তার দুধারে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানার পোস্টার লাগানো ছিলো। তাদের দলীয় ব্যানারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্লেড দিয়ে ছেঁড়া হয়েছে। একইভাবে বিজেপির দাবি, তাদের দলীয় পতাকা পোড়ানোর পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত রয়েছে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ২৯ জানুয়ারি তাদের একটি সভা শেষ হওয়ার পর রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী বিজেপির দলীয় পতাকা ও ব্যানার ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা দাবি, তাদের কোনো কর্মী বিজেপির পতাকা বা ফেস্টুন ছিঁড়ে বা পোড়ায়নি। বরং বিজেপির কিছু সদস্যই তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিঁড়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেস জানায়, বিজেপি যে তিনজন তৃণমূল কর্মীর নামে অভিযোগ করেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সাজানো। তৃণমূলের দাবি, ভোটের মুখে বিজেপি পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের চক্রান্ত করে ঘৃণ্য রাজনীতি করছে। কুসুম্বা অঞ্চলে ৯৫ শতাংশ আদিবাসী ও হিন্দু। বাকি ৫ শতাংশ মুসলিম। কিন্তু এই অঞ্চলে প্রধান জিতে আসছেন। ভোটের আগে হিন্দু- মুসলিম করে বিজেপি। পতাকা ফেস্টুন ছেঁড়ার মিথ্যা অভিযোগ করে। মানুষ ওদের পাশে নেই। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়লেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিরোধী নেতাদের কর্মসূচিতে অশান্তি ঠেকাতে কড়া নির্দেশ হাই কোর্টের, ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সতর্ক থাকতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের বিরোধী দলের বিধায়ক, সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কর্মসূচিকে ঘিরে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশকে কা৷ নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আপাতত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বিষয়ে পুলিশকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিরোধী নেতাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছে আদালত। বিরোধী দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের কর্মসূচিতে তৃণমূল সমর্থকেরা বাধা দেন বলে অভিযোগ বিজেপির। এই বাধা প্রতিরোধ করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত ২৭ অক্টোবর মামলাটি রুজু হয়েছিল হাই কোর্টে। সেই মামলাতেই সোমবার এই নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। জানাল, বিরোধী দলের নেতাদের কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি আবার শুনানি হবে এই মামলার। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই সামনে তুলে ধরছে। তিনি আরও জানান, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরবর্তী সময়েও বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের উপর হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রেক্ষিতেই আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সোমবার মামলার শুনানিতে আদালত জানায়, রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও বিরোধী দলের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করার। সেই অধিকার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব প্রশাসন ও পুলিশের। আদালত নির্দেশ দেয়, বিরোধী দলের কোনও বিধায়ক, সাংসদ বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কর্মসূচিতে যাতে কোনও ধরনের বাধা বা অশান্তি না ঘটে, সেই বিষয়ে পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই নির্দেশ আপাতত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ওই দিন মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার আগে পর্যন্ত রাজ্য ও কলকাতা পুলিশকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

জালনোট-সহ যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ৫ লক্ষ টাকার জালনোট-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল মালদার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ ফাঁ৷রি পুলিশ। রবিবার রাতে তাঁকে চরিঅনন্তপুর পঞ্চায়েতের কামাত এলাকায় থাকা আইটিআই কলেজের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম মোশারফ হোসেন। তাঁর বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার দেওনাপুরের পার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে। ধৃত যুবক একটি বাইকে করে ৫ লক্ষ টাকার জালনোট নিয়ে মহদিপুরের দিকে আসছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তার আগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারা গেছে, বাংলাদেশ থেকে ওই নোটগুলি এপারে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হত। মালদা জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতকে প্রাথমিকভাবে জেরা করে ওই ঘটনার সঙ্গে আরও দু'জনের নাম জানা গেছে। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

রানীগঞ্জে বিক্ষোভের মুখ অগ্নিমিত্রা, পাল্টা সুর চড়ালেন বিজেপি কর্মীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, রানীগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ 'পাড়ায় পাড়ায় দিদি ভাই' কর্মসূচিতে উত্তেজনা ছড়াল রানীগঞ্জের নিমচা কোলিয়ারি এলাকায়। তৃণমূল কর্মীদের কাছ থেকে গো ব্যাক স্লোগান শুনলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। পাল্টা 'হায় হায় মমতা' স্লোগান তুললেন বিজেপি সমর্থকরা। ওই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অর্জুন সিং বলেন, গত ৫ বছর এলাকায় আসেননি। কয়েক মাস পরে নির্বাচন। তাই হঠাৎ পাড়ায় এসে সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই কারণেই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করেছেন। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এলাকার পরিবেশ খারাপ করার জন্য এলাকার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এসেছিলেন। গত ৫ বছর উনি কোনও গরিব মানুষের সঙ্গে দেখা করেননি, কোনও বেকারের সঙ্গে দেখা করেননি। আমাদের বক্তব্য হল, কাজ করুন। তার পর আমরা যেভাবে উন্নয়ণের পাঁচালী পেশ করেছি সেভাবে আপনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। আপনি বলুন নিমচার জন্য কী করেছেন? আমাদের এখানে সবাইকে শান্ত থাকতে দিন। অন্যদিকে, অগ্নিমিত্রা পাল তৃণমূলের বিক্ষোভ নিয়ে বলেন, রাজ্যে বিরোধী কণ্ঠকে দমন করতেই পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের স্লোগান ও প্রতিবাদ করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। বিজেপির কর্মসূচিকে ভয় দেখিয়ে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওখানে আমার পাড়ায় পাড়ায় দিদি ভাই ছিল। সেখানে আমাকে দেখে তৃণমূল কর্মীরা গো ব্যাক, বিজেপি মুর্দাবাদ স্লোগান দেয়। আমাদের কাজ মানুষের কাছে পৌঁছানো। মানুষকে বলা আপনারা মোদীজির পাশে থাকুন। আমরা আমাদের কাজই করছিলাম। কিন্তু বের হওয়ার সময় ওদের অসভ্যতামি শুরু হল। আমরাও পাল্টা দিলাম। তৃণমূল মানেই চোর, গুন্ডা। তার ভিডিয়ো আপনারা দেখতে পাবেন। অগ্নিমিত্রা পালকে গো ব্যাক বললে সে দমবে না।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **525/MM/NIeT/2025-26,** Dated: 02-02-2026 The last date for online submission of tender is **18-02-2026** (Wednesday) **up to 14:00 Hours..**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Office of the Jahannagar Gram Panchayat
Vill.+P.O-Jahannagarh
P.S.-Nadanghat, Dist-Burdwan
e-Tender Notice
e-Tender Jahannagar Gram Panchayat **NIT No. 30/JGP/NIT/15th CFC/2026 dated 02/02/2026** pubilished on eNIT site on **02/02/2026** Fund: 15th CFC (UN-TIED)(2025-26).for Details Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jahannagar Gram Panchayat

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
e-Tender No. WBPUR/LGP/HURA/NIT(e)-08/25-26, Memo No:44(7)/LGP/2025-26, Date-28/01/2026
The Pradhan, Ladhurka Gram Panchayat invites e-Tender for 2 (Two) different works. Bid Submission closing date (online) **07/02/2026 3:00 pm.** Date of opening of Tender (Online) **09/02/2026 1:00 PM**. For details please visit the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রীমতী গীতা রানী স্বামী রাম চন্দ্র মল্লিক, সাং পশ্চিম শান্তিনগর , পোস্ট - আনন্দনগর বালি, হাওড়া। আমার মক্কেল বালি মৌজায় সামিল এ ডি এস আর এ সম্পাদিত ৭১৭ / ২০১১ নং দলিল মূলে সাবেক ৬৯৮৩ নং খতিয়ানে ও ৫৩০৫ নং দাগে ৮ কাঠা পরিমাণ সম্পত্তি এ ডি এস আর এ সম্পাদিত ৫৬৩ / ২০০২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম শেখার কুমার বিশ্বাস) প্রদীপ কুমার রায়, বিপুল কুমার রায়, কানাই লাল রায়, বিকাশ কুমার রায় নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এবং বালি- জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিস এ রেকর্ড এর জন্য আবেদন করিয়াছে । এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালি - জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER No.:: WB/BWN/RAINA-1/NGP/2025-26/08
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity. TENDER ID – 2026_ZPHD_997660_1. For details please v is it website h ttp s ://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION NO.: 04/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2025-2026, issued on 02.02.2026
Sealed quotation is invited by Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP,I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9th Floor, Kol-91 from reliable& reputed resourceful Agencies for "Procurement of Cartridge and installation for SPMU, WBMIFMP". Last date of receiving application for issue of quotation paper is **-12/02/2026 up to 2:00 PM** All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91"
Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Dte.

NOTICE INVITING e-TENDER of Tender
e-NIT-14 of 2025-26/P0/BCW/JAL. for execution of 1 (one) no. of community development schemes within Jalpaiguri district Bid Submission end date extended **up to 09/02/2026 10:30 PM (ID No-2026_DMJ_991169_6)**. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to. **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নিকট থেকে ২২.১০.২০০৩ তারিখের বি.০৫.০৫৭২৬ নম্বর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (সিওআর) এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি) বালকাশ এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় রুম নং ৩০৩, ৩ তলা, গেট নং ০২, পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অবস্থিত, কোম্পানি রেজিস্ট্রারের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ থেকে তার নাম পরিবর্তন করে ''এলএনজে লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড'' রেখেছে।
সকল অংশীদার, গ্রাহক এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত পরিবর্তনটি শুধুমাত্র কোম্পানির নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এটি তার বিদ্যমান কোনো অধিকার, বাধ্যবাধকতা, দায় বা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কোম্পানিটি তার নতুন নামে একটি আইনি সত্তা হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।
এলএনজে লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে বালকাশ এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর পক্ষে ও হয়ে
তারিখঃ ০২.০২.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা
স্বাক্ষরিত /-অঙ্কিত খেমানি
পরিচালক
ডিআইএনঃ০৯২৯৫৭৩৬

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-438/WS/SD Dated-02/02/2026
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT4/2e/26** and Tender Id No- 2026_ MAD_ 997628_1 to 5 for Supply & Installation of 17.5 H.P S.M. pump set, renovation pump & etc. at different areas under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area.
The last date of submission of e-Tender is: **16/02/2026 at 12:00 hrs.**
For more details and bidding online please visit **website https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **[সিনি.ডিইএন/সি/হাওড়া]। ই-টেন্ডার নং. ২৬২_২০২৫-২৬, তারিখ ৩০.০১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং. ১১এ/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (ii) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং. ১২এ-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (iii) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং. ১২এ/৩-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (iv) এইএন/কাটোয়ার অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং. ২১/১/সি/ই-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। (v) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং. ৭/সি-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ৩২,৪০,১৮,৯০৫.১০। **বায়না অর্থ (টাকা)ঃ** ₹ ১৭,৭০,১০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-574/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 23-PS/Ch-I/2025-26 Date: 02.02.2026**
E-Tender ID: 2026_ZPHD_997736_1 and 2026_ZPHD_997736_2
NIT No: 24/Ch-I PS/2025-26 Date: 02.02.2026
E-Tender ID: 2026_ZPHD_997777_1
For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
Mashat:: Hooghly

Jagatballavpur -II Gram Panchayet
TENDER NOTICE
E-Tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender NIT MEMO No. JBPUR-II/611/2026,JBPUR-II/612/2026, Date: 31/01/2026. For Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

Dehimondalghat-I Gram Panchayat
Baradabar, Ajodhya, Dist Howrah
Email Id-dmghat1@gmail.com
NIT No: DMGhat I-13 of 2025-26 Dated 03/02/2026.
NIT No: DMGhat I-14 of 2025-26 Dated 03/02/2026.
Bid submission upload start date(online): **03/02/2026 10.00 A.M**. Last date of upload Bid submission(Online): **09/02/2026 12.30 PM up to 13.30 P.M.** Technical Bid Opening date(Online): **11/02/ 2026 at 10.00 A.M.** For details visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Dehimondalghat-I Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block
Tender Notice
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 31/SBM-G/2026/Dev.(2 nd Call), Date: 02.02.2026 under APAS, vide Memo No: 402(39)/SBM-G/Eng./Dev., Dated: 02.02.2026, Total No. of Scheme 01 (One) nos. Last date of Application : **27.12.2025 upto 4.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

প ঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এইমর্মে বিজ্ঞপিত হইতেছে যে, শ্রী রঞ্জিত শর্মা পিতা -শ্রী লক্ষিনারায়ান শর্মা। ঠিকানা- রামকৃষ্ণ নগর মালি বাগান মোটা শিবতলা মন্দির নিকট, পোস্ট-সাপুইপারা, থানা- নিশ্চিন্দা, হাওড়া-৭১১২২৭। গত ইংরাজি ১৯।০৯।২০২৫ তারিখে ১০৪২০ নং দলিলমূল্যে ও শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দোলুই পিতা- শশাঙ্ক শেখর দোলুই ঠিকানা- হাউর, চেন্নাগর, পূর্ব মেদনিপুর-৭২১১৩১। গত ইংরাজি ২০।০৮।২০২৫ তারিখে ২০৯৫২১ নং দলিলমূল্যে (Additional District Sub- Register /HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া পিতা- মৃনাল কান্তি বড়ুয়া, ঠিকানা- গ্রাম-শান্তিনগর, পোস্ট-আনন্দনগর, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা হাওড়া-৭১১২২৭ কর্তৃক সম্পাদিত ৭৬৭ নং আমমোক্তারনামা (Additional District Sub-Register/ HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/ ২০২৬ /০৫০৩ /৪৮৬ ও MN / ২০২৬/০৫০৩/৭১০ নং মিউট্রেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস. ডি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও অমিশেলামিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ততথ্য সহ আপত্তি জমাদিতে অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।
তপশীলঃ-
ব্লকঃ- উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ।
মৌজাঃ-জয়পুর বিল
জে. এল. নং-১৩
রায়তের নামঃ- ঝর্না মাজি ও বিভূতি ভূষন কয়াল
খতিয়ান নং.- এল আর.-৫৫৯৭ ও ২৬৪৫
দাগ নং.- এল আর-২০৩৫ ও ২০৬৩
পরিমাণ নং.- ০.০২৪৮ ও ০.০৭৪৬ একর
আমমোক্তার দাতাঃ-১. শ্রী গোকুল কুমার কয়াল পিতা- স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ কয়াল, ২ শ্রীমতী কমলা কয়াল স্বামী- শ্রী গোকুল কয়াল, ৩. শ্রী বিভূতি ভূষন কয়াল পিতা- শ্রী গোকুল কয়াল,
আমমোক্তার গ্রহিতাঃ- শ্রী প্রশান্ত বড়ুয়া পিতা -মৃনাল কান্তি বড়ুয়া।

Notice Inviting E-Tender
Bheduasole GP, Indpur, Bankura
NieT 13 Memo 21/Bhed/2026 Date 28.01.2026 (www.wbetenders.gov.in)
NieT 14 Memo 22/Bhed/2026 Date 28.01.2026 (https://tenders.gov.in)
Pradhan, Bheduaso, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in above mentioned web site. Last date of submission **07.02.2026 (6 pm)**
Sd/-
Pradhan,
Bheduasole Gram Panchayat

eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997223_1 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997223_2 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997223_3 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997223_4 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997223_5 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/07/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997223_6 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_1 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_2 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_3 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_4 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_5 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_6 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_7 Dated 02/02/2026
eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2025-26, ID No.- 2026_ZPHD_997325_8 Dated 02/02/2026 .
e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the eTender from **02/02/2026 to 13/02/ 2026**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayet

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত বিচারিক আদেশগুলো জারি করেছেনঃ

অর্ডার নং.	তারিখ	এর ক্ষেত্রে	এই বিষয়ে	ঠিকানা
Order/AK/GN/2025-26/31826	ডিসেম্বর ৮, ২০০২৫	পরশমণী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (PAN: AAECP7154K) ১৩এফ, রামতনু বোস লেন, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬	বিএসইতে অ-তরল স্টক বিকল্পগুলিতে ট্রেডিংয়ের এই ক্ষেত্রে	১৩এফ, রামতনু বোস লেন, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬
Order/AK/GN/2025-26/31824	ডিসেম্বর ৮, ২০০২৫	অল্টারনেটিভ ডিলারর্স প্রাইভেট লিমিটেড (PAN: AAICA2613G)	বিএসইতে অ-তরল স্টক বিকল্পগুলিতে ট্রেডিংয়ের এই ক্ষেত্রে	৪৩ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২

নিষ্পত্তি বিধিমালার বিধি ৭(৩) অনুসারে উপরিউক্ত নোটিশ প্রাপকদের নিষ্পত্তি আদেশ জারির বিষয়ে অবহিত করার জন্য এই গণবিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।

জারিকৃত নিষ্পত্তি আদেশগুলো ইতিমধ্যেই **www.sebi.gov.in** ওয়েবসাইটে 'Enforcement >> Orders >> Orders of AO' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। নোটিশ প্রাপকগণ সেখান থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারেন এবং/অথবা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, ৫ম তল, প্লট নং সি-৭, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৫১ ঠিকানায় অবস্থিত নিষ্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নিষ্পত্তি আদেশের একটি অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

তারিখঃ ০২-০১-২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই
অমিত কাপুর
নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
CBC 15204/12/0230/2526

ফুটবলারদের ত্যাগে কৃতজ্ঞ বেঙ্গালুরু ক্লাবের তরফে বিশেষ বিবৃতি জারি

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২ ফেব্রুয়ারিঃ গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই ব্যাপক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল আইএসএল। আদৌও এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হবে কিনা সেই নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ফুটবল মহল। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের অনিশ্চিত

ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্লাব ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করতে শুরু করেছিলেন একাধিক বিদেশি ফুটবলাররা। তাঁদের অনুপস্থিতি যে দলের মধ্যে প্রভাব ফেলবে সেটা বলাই চলে। তবে শেষ পর্যন্ত নতুন বছরের প্রথম মাসের শুরুতেই এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথা ঘোষণা করে দেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। সেই অনুযায়ী এই ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। তবে এবার সুইস মডেলের মধ্যে দিয়ে আয়োজিত হবে গোটা টুর্নামেন্ট। সেক্ষেত্রে আগের তুলনায় ম্যাচের সংখ্যা যে অনেকটাই কমবে তা স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল রাখতে খেলোয়াড়দের বেতন কিছুটা কমানোর আর্জি নিয়ে বৈঠকে বসেছিল একাধিক ফুটবল ক্লাব। এক্ষেত্রে গত কয়েক সপ্তাহ আগেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল এফসি গোয়ার নাম। সেই নিয়ে সম্মতি ও মিলেছিল দলের ফুটবলারদের তরফে। এবার সেই পথেই হাঁটল বেঙ্গালুরু এফসি। যেখানে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল বেঙ্গালুরু ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে সম্মতি ও মেলে ফুটবলারদের তরফে। তারপর গত রবিবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই সম্পর্কিত একটি বিবৃতি জারি করে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। যেখানে দলের কর্নধার পার্থ জিন্দাল দলের ফুটবলারদের ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, 'ভারতীয় ফুটবল যে চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা সকলেই ভালোভাবেই জানেন। বেঙ্গালুরু দলের মালিক এবং ক্লাবের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী একজন বন্ধু হিসেবে, আমার কাছে এটি ছিল সবচেয়ে কঠিন সময়গুলির মধ্যে একটি। এখন, আমরা যখন আইএসএল মরসুম পুনরায় শুরু করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন ক্লাবের ব্যবস্থাপনা প্রথম দলের সকল খেলোয়াড়ের সাথে খোলামেলা, স আলোচনা করেছে খেলাটি যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা মোকাবেলা করার জন্য।' 'এই পর্যায়ে প্রথম দলের সকল খেলোয়াড় যারা তাঁদের পারিশ্রমিক কমাতে সম্মত হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে, এটি ছিল একটি ক্লাব হিসেবে আমাদের নেওয়া সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি, এবং আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে খেলোয়াড়রা ক্লাব এবং খেলার সর্বোত্তম স্বার্থে এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দ্য ব্লুজ বছরের পর বছর ধরে গর্ব ও সম্মানের সাথে এই শহর এবং অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে এবং আমরা সেই প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছি। একসাথে, আমরা নিশ্চিত, আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব।'

ফিরলেন তিলক, স্কোয়াডে আইপিএল তারকাদের ছড়াছড়ি

প্রস্তুতি ম্যাচের দল ঘোষণা ভারতের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সুখবর ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য। চোট সারিয়ে ফের জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরতে চলেছেন তিলক বর্মা। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিয়ে আর সন্দেহ নেই। তবে ম্যাচ ফিট হতে বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলার। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী বাকি দেশগুলিকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য ভারতীয় 'এ' ম্যাচ অংশ নেবে দু'টি প্রস্তুতি

ম্যাচে। সোমবার সেই স্কোয়াড ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই স্কোয়াডে জায়গা পেলেন তিলক। তবে আইপিএল-এ নজরকাড়া তরুণ তুর্কিদের ছড়াছড়ি দলে। কারা রয়েছেন স্কোয়াডে? বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় 'এ' দল দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নেবে। সোমবার তারা খেলবে আমেরিকার বিরুদ্ধে। চার দিন পরেই খেলবে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। এই দুই ম্যাচের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে আয়ুষ বাদোনিকে। তবে বেশি নজর থাকবে তিলক বর্মা ও রিয়ান পরাগের দিকে। দু'জনেই রিহ্যাব সারিয়ে ফিরেছেন টিমে। তিলক ভারতের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকলেও, রিয়ান নেই। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর ফিট না হলে রিয়ানকে দলে জায়গা দিতে পারে ভারত। তাই ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে নজর কাড়তে মরিয়া তিনি। তিলক, রিয়ান, আয়ুষ ছাড়াও ব্যাটারদের মধ্যে রয়েছেন নমন ধীর, প্রিয়াংশ আর্য, উর্ভিল প্যাটেল, নারায়ণ জগদীশনরা। স্পিন বিভাগে নেতৃত্ব দেবেন রবি বিষ্ণোই। সঙ্গে রয়েছেন মানব সুথার ও বিপ্রাজ নিগম। তবে চমক রয়েছে পেস বিভাগে। ঘণ্টায় ১৫০ কিমি গতিতে বোলিং করতে পারা দুই পেসার মায়াঙ্ক যাদব ও অশোক শর্মা রয়েছেন দলে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বড় মঞ্চে পারফর্ম করার সুযোগ দিয়ে তাঁদের তৈরি করছে বিসিসিআই। এর পাশাপাশি আইপিএল-এর আগে ছন্দে ফেরার সুযোগও রয়েছে তাঁদের সামনে।

সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হবে পাকিস্তানকে?

জরুরি বৈঠকে বসছে আইসিসি

দুবাই, ২ ফেব্রুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক মুখে বিশ্বক্রিকেটে দাবানল! ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা করল পাকিস্তান সরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পাকিস্তান বাহিনী টুর্নামেন্টে খেলবে, কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ-পর্বের ম্যাচে নামবে না। এই ঘোষণার পরেই পরিস্থিতি কার্যত অন্য চেহারা নেয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছে। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন শাস্তি হিসেবে নির্বাসনের কথাও ভাবা হচ্ছে! ঘটনার সূত্রপাত বাংলাদেশকে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে। আইসিসি বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করায় ক্ষুব্ধ ইসলামাবাদ। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'নির্বাচিত অংশগ্রণে'র পথ বেছে নেয় পিসিবি। সরকারি এক্স হ্যান্ডলে স্পষ্ট করে জানানো হয়-পাকিস্তান

দল শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাবে, কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে না। ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি একে 'বাংলাদেশের প্রতি সংহতি'বলে ব্যাখ্যা করলেও, আন্তর্জাতিক মহলের চোখে টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক ও ক্রীড়াগত কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত। কারণ, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই সম্প্রচার, স্পনসর ও দর্শক আগ্রহের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রবিন্দু। সূত্রের খবর, জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসি পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। আলোচনায় থাকা সম্ভাব্য শাস্তিগুলি হল- (১) সম্পূর্ণ নির্বাসনঃ ১৯৭০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা। (২) এনওসি ফ্রিজঃ বিদেশি ক্রিকেটারদের পাকিস্তান সুপার লিগে খেলতে অনাপত্তিপত্র না দেওয়া-যার ফলে পিএসএল কার্যত অচল হয়ে যেতে পারে। (৩) আর্থিক নিষেধাজ্ঞাঃ আইসিসি থেকে পাকিস্তানের বার্ষিক রাজস্ব অংশ-প্রায় ৩৪.৫ মিলিয়ন ডলার-স্থগিত রাখা। আইসিসির তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে-অবস্থান না বদলালে শাস্তি এড়ানো কঠিন। সব দরজা এখনও বন্ধ হয়নি। সূত্র জানাচ্ছে, ব্যাক-চ্যানেল কূটনীতি চলছে জোরকদমে। বিশ্বকাপ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। ফলে সব পক্ষ চাইছে মুখরক্ষা করে সমস্যার সমাধান হোক। লক্ষ্য একটাই-১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যেন মাঠে গড়ায়। তবে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা পাকিস্তানকে অস্বস্তিতে রাখবে। বাংলাদেশকে শেষ মুহূর্তে সতর্ক করা হলেও তারা অবস্থান বদলায়নি, ফলস্বরূপ টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে যায়। সেই নজির মাথায় রেখেই এখন প্রশ্ন-পাকিস্তান কি অন্তিম লগ্নে পিছু হটবে, নাকি বিশ্ব ক্রিকেট মানচিত্রে আরও এক ঐতিহাসিক নির্বাসন আসন্ন? ৪৮ ঘণ্টার কাউন্টডাউন শুরু। সিদ্ধান্ত যেদিকেই যাক, টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেট রাজনীতি যে নতুন মোড় নিতে চলেছে, তা মোটামুটি স্পষ্ট। অন্যদিকে বিসিসিআই ভারতীয় দলকে নির্দেশ দিয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারী ভারত পাকিস্তানের ম্যাচের দিন শ্রীলংকায় যেতে এবং প্র্যাক্টিস চালিয়ে যেতে। তবে এদিকে আইসিসি একটি মেইল করে স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং সরকারকে কটাক্ষ করেছে এবং পাকিস্তান বোর্ডের উপরে সরকারের হস্তক্ষেপ একদমই ভালোভাবে নেয়নি এবং এই মিডিয়া রিলিসে পাকিস্তান বোর্ডের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, তারা এখনও পিসিবির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে ক্রিকেট বোর্ডের উপরে সরকারের হস্তক্ষেপ একেবারেই কাম্য নয়। আইসিসির ওই মেইলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের মতো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা, ন্যায্যতা, ধারাবাহিকতা এবং প্রতিযোগিতার চেতনাকে কেন্দ্র করে। কোনও দল যদি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে অস্বীকার করে, তাহলে তা টুর্নামেন্টের পবিত্রতা ও খেলাধুলার মূল আদর্শকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। আইসিসির মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ক্রিকেটের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি সমর্থকের আবেগের প্রতিও অবিচার। আইসিসি অবশ্য এটাও স্বীকার করেছে যে জাতীয় নীতির প্রশ্নে সরকারগুলির নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা মনে করিয়ে দিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের নিজস্ব ক্রিকেট ভবিষ্যতের উপরও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্ব ক্রিকেট ব্যবস্থার একজন সদস্য ও উপভোক্তা হিসেবে পিসিবির দায়িত্ব রয়েছে গ্লোবাল ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আইসিসি কার্যত ইঙ্গিত দিয়েছে যে এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, যদি পাকিস্তান নির্ধারিত ম্যাচে অংশ না নেয়, তাহলে শুধু ম্যাচ পয়েন্ট হারানো নয়, ভবিষ্যতে আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন বা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আসতে পারে। যদিও আইসিসি এখনও সরাসরি কোনও নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেনি, তবে তাদের ভাষায় স্পষ্ট সতর্কবার্তার সুর রয়েছে।

গেয়ির আত্মঘাতী ও সোলাঙ্কির অসাধারণ গোলে সিটিকে রুখে দিল টটেনহ্যাম

প্রথমার্ধে এলোমেলো টটেনহ্যাম হটস্পারের ভুলের সুযোগে দুই গোলে এগিয়ে জয়ের সুবাস পাচ্ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। তবে, বিরতির পর ভাগ্যের ছোঁয়ায় এক গোল পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় টটেনহ্যাম। পরে ডমিনিক সোলাঙ্কির দুর্দান্ত গোলে পয়েন্ট পেল তারা।

লন্ডন, ২ ফেব্রুয়ারিঃ টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে হায়ান শেহকি ও অ্যান্টোয়ান সেমেনিওর গোলে প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় সিটি। পরে ঘুরে

দাঁড়িয়ে ২-২ সমতায় শেষ করে আয়োজকরা। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ড্র ও একটি হারের পর গত সপ্তাহে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে জয় পেয়েছিল সিটি। সপ্তাহ ঘুরতেই ফের জয়ের পথ থেকে ছিটকে পড়ল তারা। মূল্যবান দুটি পয়েন্ট হারানোয় শিরোপা লড়াইয়েও আবার পিছিয়ে পড়ল সিটি। ২৪ ম্যাচে ১৪ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে দলটি। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। দিনের আরেক ম্যাচে, ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হেরে গেছে অ্যাস্টন ভিলা। সমান ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে তারা। অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা টটেনহ্যাম প্রিমিয়ার লিগে মরসুমের শুরু থেকেই ধুঁকছে। এই নিয়ে সবশেষ ছয় ম্যাচে জয়শূন্য (চারটি ড্র ও দুটি হার) দলটি ২৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১৪ নম্বরে। ম্যাচের শুরুটা অবশ্য দারুণ হয়েছিল সিটির। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নিয়ে আক্রমণে ওঠে তারা। আর্লিং হলান্ডের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে, সময় নিয়ে কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন শেহকি। ৪৪তম মিনিটে আবার নিজেদের ভুলে গোল হজম করে টটেনহ্যাম। এবার ডি-বক্সের বাইরে পজেশন হারায় তারা এবং বক্সে বের্নার্দো সিলভার পাস পেয়ে প্লেসিং শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সেমেনিও। সিটির জার্সিতে গত সপ্তাহে প্রথমবার ঘরের মাঠে লিগ ম্যাচে খেলতে নেমে জালের দেখা পান সেমেনিও। এবার লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচেও করলেন গোল। ৫৩তম মিনিটে মার্ক গেয়ির ওই আত্মঘাতী গোলে ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ পায় টটেনহ্যাম। ডি-বক্সে দারুণভাবে একজনকে কাটান সোলাঙ্কি, ঠিক ওই মুহূর্তে ক্লিয়ার করতে পা বাড়ান গেয়ি এবং শট নিতে গিয়ে তার পায়ে মেরে বসেন সোলাঙ্কি বল গেয়ির পায়ে লেগে চলে যায় জালে। অসাধারণ নৈপুণ্যে ৭০তম মিনিটে সমতা টানেন সোলাঙ্কি। ডান দিক থেকে ডি-বক্সে ক্রস বাড়ান কনর গ্যালাঘার। কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন সোলাঙ্কি তবে বলের ওপর থেকে চোখ সরাননি, পেছন থেকে পা বাড়িয়ে কার্যকর ছোঁয়ায় বল লক্ষ্যে পাঠান ইংলিশ ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার চেষ্টায় দুই দল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে গেলেও, কাজের কাজ করতে পারেনি কেউ।

নাটকীয় জয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের টানা তিন

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রবিবার রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ৩-২ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে কাসেমিরো দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে তারই দুর্দান্ত পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান মাথেউস কুইয়া। রাউল হিমেনেস ও কেভিনের দুই গোলে ফুলহ্যাম সমতা ফেরানোর পর, ব্যবধান গড়ে দেন বেনিয়ামিন শেশকো। নিজের প্রাক্তন দলের

কোচ হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম তিন ম্যাচেই জয় পেলেন ক্যারিক। ২৪ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠল ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে ফুলহ্যাম। ৫৭ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৪ শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ফুলহ্যাম। অন্যদিকে ১৩ শটের ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইউনাইটেড। ঘরের মাঠে প্রথম সুযোগ পায় ইউনাইটেডই। আমাদ দিয়ালোর শট ঠেকিয়ে দেন ফুলহ্যাম গোলরক্ষক। ১৯তম মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের কর্নারে চমৎকার হেডে দলকে এগিয়ে নেন কাসেমিরো। ৫৬তম মিনিটে অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার কাসেমিরোর রক্ষণ চেরা পাস ধরে, দুরূহ কোণ থেকে জাল খুঁজে নেন তার ব্রাজিলিয়ান সতীর্থ কুইয়া। ৬৫তম মিনিটে ইউনাইটেডের জালে বল পাঠান হোর্হে কুয়েনকা। তবে স্যামুয়েল চুকউয়েজ অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। ৮৫তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান কমান হিমেনেস। তাকেই ইউনাইটেডের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুইয়ার ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ফুলহ্যাম। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে গতিময় শটে জাল খুঁজে নেন কেভিন। ম্যাচে ফেরে ২-২ সমতা। তিন মিনিট পর ফার্নান্দেজের চমৎকার থ্রু বল ধরে গতিময় শটে কাছের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন শেশকো। বাকি সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইউনাইটেড।

শেষ সময়ের পেনাল্টিতে রিয়ালের স্বস্তির জয়

আট মিনিট যোগ করা সময়ের তখন আর ৩০ সেকেন্ডের মতো বাকি। পেনাল্টি পেল হোঁচট খেতে বসা রিয়াল মাদ্রিদ। তা থেকেই ব্যবধান গড়ে দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। শেষ দিকের বেশ কিছুটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলা রায়ো ভাইয়েকানোকে খুব কষ্টে হারাল আলভারো আরবেলোয়ার দল।

মাদ্রিদ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে রবিবার লা লিগার ম্যাচে আয়োজকদের জয় ২-১ গোলে। ভিনিসিউস জুনিয়রের দর্শনীয় গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় তারা। নাটকীয় জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান আবার ১ পয়েন্টে নামিয়ে আনল রিয়াল মাদ্রিদ। ২২ ম্যাচে ১৭ জয় ও তিন ড্রয়ে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। সমান ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শক্ত অবস্থান থেকে শেষ রাউন্ডে বেনফিকার বিপক্ষে ৪-২ গোলে হেরে প্লে-অফে নেমে যাওয়ার পর, প্রথম মাঠে নেমেই বড় ধাক্কা খায় রিয়াল। দশম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে যান মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম। একক নৈপুণ্যে এর পাঁচ মিনিট পরেই দলকে এগিয়ে নেন ভিনিসিউস। ব্রাহিম দিয়াসের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে, প্রতিপক্ষের তিন জন ঘিরে থাকা অবস্থায় দারুণ শটে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। লা লিগায় এর আগে সবশেষ তিনি জালের দেখা পেয়েছিলেন গত ৪ অক্টোবর, ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে। চলতি আসরে তার মোট গোল হলো ছয়টি, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আটটি। চার মিনিট পর আর্দা গিলেরের শট ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি ভাইয়েকানো গোলরক্ষক। ফিরতি বল ফাঁকায় পেয়ে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ভিনিসিউস। বেলিংহ্যামের বদলি নামা ব্রাহিম দিয়াস বিরতির আগে ভালো

একটি সুযোগ পান। কিন্তু ডি-বক্সে প্রতিপক্ষের বাধার মুখে শট নিতে দেরি করে ফেলেন তিনি, পরে বল হারিয়েও ফেলেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রিয়ালের রক্ষণের দুর্বলতা ফুটে ওঠে এবং ৪৯তম মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরে। সতীর্থের হেড পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে, সহজেই বাঁ পায়ের শটে জালে পাঠান হোর্হে দে ফ্রুতোস। তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতোও যথেষ্ট ক্ষিপ্র হতে পারেননি রিয়ালের কেউ। ৬৪তম মিনিটে আবার গোল খেতে বসেছিল রিয়াল। দারুণ প্রতি-আক্রমণে গতিতে সবাইকে পেছনে ফেলে, ডি-বক্সে গোলরক্ষককে এক পেয়ে যান আন্দ্রেই রাতসু। এগিয়ে এসে তার শট পা দিয়ে আটকে দেন থিবো কোর্তোয়া। তিন মিনিট পর রিয়াল মাদ্রিদও প্রতি-আক্রমণে যায়। মাঝমাঠ থেকে গিলেরের বাড়ানো থ্রু পাস ধরে, ডি-বক্সের অনেকটা বাইরে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষককে কাটিয়ে, ফাঁকা জাল পেয়েও অবিশ্বাস্যভাবে ক্রসবারে মারেন এমবাপে। ৮০তম মিনিটে দানি সেবাইয়োসকে বিপজ্জনক ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন পাথে সিস। পরের মিনিটেই গোল পেতে পারতেন সেবাইয়োস কিন্তু তার দূরপাল্লার শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। একটু পর আবার দুর্ভাগ্যের বাধায় গোল পায়নি রিয়াল এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার শট পোস্টে প্রতিহত হয়। যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে ডি-বক্সে ব্রাহিম দিয়াস ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টিটি পায় রিয়াল। পোস্ট ঘেঁষে বল জালে পাঠিয়ে দলকে চিন্তামুক্ত করেন এমবাপে। এবারের লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা ফরাসি ফরোয়ার্ডের গোল হলো ২২টি। এরপরও ইনজুরি টাইমের খেলা চলে বেশ কিছুক্ষণ। শেষের আগের মিনিটে সাইডলাইনের বাইরে অহেতুক রদ্রিগোকে ধাক্কা মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন ডিফেন্ডার জোসেপ মারিয়া। ফলে ৯ জন নিয়ে খেলা শেষ করে ভাইয়েকানো। ২২ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে আছে দলটি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com